POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۖ

এবং তুমি আমাদের জন্য এই দুনিয়াতে কল্যাণ নির্ধারিত কর এবং পরকালেও। নিশ্চয় আমরা তোমার দিকে অনুতাপের সহিত ফিরিয়াছি।

(আল আরাফ: ১৫৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 37-38

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 15-22 সেপ্টেম্বর, 2022 18-25 সফর1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সৎ ও অসৎ সঙ্গীর উপমা

২০৯৩) হযরত আবু মূসা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- সৎ সঙ্গী এবং অসৎ সঙ্গীর উপমা হল কস্তুরির (দোকান) এবং কামারের আগুনের ভাটা। যার উপমা কস্তুরীর সঙ্গে দেওয়া হয়েছে তার কাছ থেকে তুমি (দুটির মধ্যে একটি অবশ্যই করবে) হয় তুমি সেটি ক্রয় করবে অথবা তার থেকে সুগন্ধি পাবে। আর কামারের জ্বলন্ত ভাটা হয় তোমার শরীর ও পরিধান পুড়িয়ে ফেলবে অথবা তার থেকে তুমি কেবল দুর্গন্ধ পাবে।

উপহার বিক্রি করা

২১০৪) হযরত সালিম বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) তাঁর পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা.) হযরত উমর (রা.) একটি রেশমের পোশাক বা রেশমের ডোরাকাটা পোশাক উপহার দিলে তিনি সেটি পরিধান করেন। আঁ হযরত (সা.) তাঁকে বলেন, আমি আপনাকে এটি পরিধান করার উদ্দেশ্যে দিই নি। এটা তো সেই ব্যক্তিই পরিধান করে যে পরকালের বরকত থেকে বঞ্চিত। আমি আপনাকে এটি একারণে পাঠিয়েছিলাম যাতে এটি থেকে আপনি উপকৃত হতে পারেন। অর্থাৎ বিক্রি করে দেন।

(বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বুইয়ু)

জুমআর খুতবা, ১২ ই আগস্ট ও ১৯ শে আগস্ট জুলাই ২০২২ ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান। প্রশ্নোত্তর পর্ব

কেবল সেই ব্যক্তিই কৃপণ নয় যে নিজের সম্পদ থেকে অভাবীদের কিছু দান করে না, বরং সেই ব্যক্তিও কৃপণ যাকে আল্লাহ্ জ্ঞান দান করেছেন অথচ সে অপরকে শেখাতে দ্বিধা করে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

কেবল সেই ব্যক্তিই কৃপণ নয় যে নিজের সম্পদ থেকে অভাবীদের কিছু দান করে না, বরং সেই ব্যক্তিও কৃপণ যাকে আল্লাহ্ জ্ঞান দান করেছেন অথচ সে অপরকে শেখাতে দ্বিধা বোধ করে। অপরকে নিজের জ্ঞান ও দক্ষতা শেখালে নিজের সম্মান হারিয়ে যাবে বা আয় উপার্জন হ্রাস পাবে- বস্তুত এমন চিন্তাধারাও শিরক করার নামান্তর। কেননা এমতাবস্থায় সে নিজের জ্ঞান ও দক্ষতাকেই রিযক তথা খোদার আসনে বসিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নৈতিকতা বর্জন করে সেও কৃপণ।

নৈতিকতা দেওয়ার অর্থ আল্লাহ্ নিজ কৃপাগুণে প্রত্যেককে যে নৈতিকতা দান করেছেন তা মানুষের সামনে উপস্থাপন করা। তারা এই আদর্শ দেখে নিজেরাও নিজেদের মধ্যে নৈতিকতা তৈরীর চেষ্টা করবে।

বিনম্র কণ্ঠ তথা বিনম্র ভাষা প্রয়োগ করাকেই শুধু নৈতিকতা বলে না, বরং বীরত্ব, দয়া এবং ক্ষমাপরায়ণতা-মানুষকে যে সমস্ত গুণাবলী প্রদান করা হয়েছে, বস্তুত সেগুলি সবই নৈতিক শক্তির অন্তর্ভুক্ত। এগুলির যথোচিত ও উপযুক্ত প্রয়োগই মানুষের মধ্যে নৈতিক গুণের বিকাশ ঘটায়। এমনকি সময়োচিত ক্রোধের ব্যবহারও নৈতিকতার একটি রূপ।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৩)

ইসলাম অন্যায়ের সময় বাহ্যিক অস্বীকারের অনুমতি দিয়েছে- খৃষ্টান লেখকদের এমন মন্তব্য এক বিরাট অন্যায় যা পাদ্রীরা এ যাবৎ ইসলামের বিরুদ্ধে করে চলেছে।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহলের ১ নং আয়াত

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ۙ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

এর ব্যাখ্যায় বলেন: প্রথমত তার সেই স্থানটি ত্যাগ করা উচিত যেখানে মানুষের চাপে ধর্ম (ধর্মাচার) ত্যাগ করতে হয়েছে। ২) দ্বিতীয়ত ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্রতী হওয়া এবং ধর্ম সেবায় নিজেকে উৎসর্গিত করা। ৩) নিজেদের সংগ্রাম বন্ধ না করা, অবিচলতার সাথে তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। আর নিজেদের বাহ্যিক ধর্ম (ধর্মাচার) ত্যাগের পরিবর্তে অন্যদেরকে হেদায়াত দেওয়ার চেষ্টা করা। ৪) ভবিষ্যতে যেন তার থেকে এমন ভুল সংঘটিত না হয়। যদি সে এই বিষয়গুলি শিরোধার্য করে, তবে আল্লাহ্ এই কাজ গুলি করার পর সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন।

ইসলাম অন্যায়ের সময় বাহ্যিক অস্বীকারের অনুমতি দিয়েছে- এই ত্যাগ স্বীকারের পর তওবা গ্রহণের আদেশ থাকা সত্ত্বেও খৃষ্টান লেখকদের এমন মন্তব্য এক বিরাট অন্যায় যা পাদ্রীরা এ যাবৎ ইসলামের বিরুদ্ধে করে চলেছে।

ধর্মচ্যুতি প্রসঙ্গে বর্ণিত আয়াতটি থেকে যারা এই অর্থ বের করে যে, এই আয়াতে কাপুরুষতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে,তারা এই আয়াতগুলি প্রণিধান করে দেখুক যে কতবড় আত্মত্যাগ এই সব লোকদের কাছে চাওয়া হয়েছে।যে ব্যক্তি এই ত্যাগ-স্বীকারের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে সে পরীক্ষার সময় কেনই বা কাপুরুষতা প্রদর্শন করবে। কেননা কাপুরুষ ব্যক্তি এত বড় ত্যাগ-স্বীকারের শক্তি রাখেই না যে সে স্বদেশ ত্যাগ করতে পারে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করতে পারে আর নিজেকে আজীবন এই কাজে নিয়োজিত রাখে। এই সব কাজের তৌফিক সেই ব্যক্তি পায় যে ক্ষণিকের অবহেলার কারণে ভুল করে ফেলেছে কিম্বা যে পরবর্তীতে সত্যিকার তওবা করেছে।

হযরত উমর (রা.) -এর যুগে একজন মুরতাদ তথা নবুয়তের দাবিদার পুনরায় মুসলমান হয়ে যায়। হযরত উমর (রা.) সেই ব্যক্তির প্রতি যে আচরণ করেন সেটাকে এই আয়াতের তফসীরই বলা যায়। সেই ব্যক্তির নাম ছিল তুলাইহা ইবনে খুইয়ালেদ উসদি। সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। কিছুকাল পর সে ইসলামে প্রবেশ করতে চাইল, কিন্তু হযরত উমর (রা.) তাকে ক্ষমা করলেন না। একবার শারাহবিল বিন হাসানা (রা.) (যিনি শীর্ণকায় ছিলেন কিন্তু যুদ্ধ-দক্ষতায় অন্যদের চাইতে এগিয়ে ছিলেন) এক যুদ্ধে এক কাফের সর্দারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। সেই সর্দার যখন দেখল যে সে তাঁকে অস্ত্রের যুদ্ধে হারাতে পারবে না, তখন সে দ্রুত এগিয়ে এসে শারাহবিন হাসানের কোমর জড়িয়ে ধরে ধরাশায়ী করে দেয় এবং তাঁর বুকের উপর চেপে বসে পড়ে। সে তাঁকে হত্যা করেই ফেলত, এমতাবস্থায় তুলাইহা বিন খুয়াইলিদ- যে কি না আন্তরিকভাবে মুসলমান হয়েছিল, কিন্তু হযরত উমর (রা.) তার তওবা গ্রহণ না করাই এখনও সে কাফেরদের সঙ্গে ছিল- সে এমন দৃশ্য নিজের ঈমানকে লুকিয়ে রাখতে পারল না আর এগিয়ে এসে সেই কাফের সর্দারের উপর তরবারি দিয়ে এমনভাবে আঘাত করল যে তার মাথা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। আর এভাবে হযরত শারাহবিলের প্রাণ রক্ষা হল। এই ঘটনা দেখে অন্যান্য মুসলমানেরা অত্যন্ত প্রভাবিত হল আর তারা হযরত উমর (রা.)-এর নিকট তাকে ক্ষমা করে দেওয়া সুপারিশ করল। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) বললেন, আমি তাকে একটি শর্তে ক্ষমা করছি। সে তার বাকি জীবনটুকু জিহাদের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করবে আর ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্তে নিজের জীবন অতিবাহিত করবে। সুতরাং সে সব সময় সীমান্তেই থাকত আর কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করত আর এই অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মত্যাগী হয়েছিল, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে, হযরত উমর (রা.) এই আয়াতের নির্দেশ অনুসারে তাকে এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আদেশ দিয়েছেন।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৫৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সরকার যদি বলে আমাদেরকে কোভিডের ভ্যাকসিন নিতে হবে তবে ভ্যাকসিন নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। আমাদেরকে সমস্ত মহামারির ও বিপদের বিরুদ্ধে সামগ্রিক সুরক্ষা বিধি অবলম্বন করা উচিত। আপনারা যখন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা করেন, তখন এমন বিষয়বস্তু আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করুন। যেমন- আহমদী মুসলমান হিসেবে আমাদের দায়িত্বাবলী। আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করেছি? হযরত (সা.)-এর নির্দেশাবলী মান্য করার মাধ্যমে আমরা তাঁর ভালবাসা অর্জন করতে পারি। ইউনিভার্সিটিতে থাকলেও আপনার পাঁচ ওয়াক্ত নামায নামায পড়া উচিত। তিলাওয়াতের বিষয়ে অলসতা যেন না হয়। ইউনিভার্সিটিতে এমন সব ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবেন যারা সৎ প্রকৃতির ও পুণ্যবান। ধর্মভীরু না হলেও অন্তত সৎ প্রকৃতি ও উন্নতি নৈতিকতার অধিকারী যেন তারা অবশ্যই হয়। এমন সব ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর, আর সব সময় লক্ষ্য রাখবে তোমাদের বন্ধুত্ব যেন ভাল ছেলেদের সঙ্গে হয়। নিজেরাও অন্যদের সামনে নিজেদের উন্নত নৈতিক আদর্শ মেলে ধরবে। এটি তোমাদের নৈতিক কর্তব্য। তুমি রাতারাতি ওলী হয়ে উঠতে পারবে না। এটা নিরন্তর পরিশ্রমের দাবি রাখে।

সাউথ ব্রিটেনের খুদ্দামদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া সাউথ ইউকের সদস্যরা (অনুর্ধ্ব ১৯) হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য লাভ করে।

হুযুর আনোয়ার ইসলামাবাদ (টিলফোর্ড)-এর অফিস থেকে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। অপরদিকে মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যরা বায়তুল ফুতুহ লন্ডন থেকে অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হন। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। অতঃপর খুদ্দামবৃন্দ হুযুর আনোয়ারকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করার এবং দিক-নির্দেশনা নেওয়ার অনুমতি পায়।

* এক খাদিম প্রশ্ন করে যে, প্লেগের মহামারির সময় আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন যে, তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর গৃহে বসবাসকারীদের রক্ষা করবেন। সেই প্রতিশ্রুতি কি বর্তমান কালের মহামারি কিম্বা ভবিষ্যতের কোনও বিপদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?

হুযুর (আই.) বলেন: এটি একটি ঐশী নিদর্শন ছিল যা সেই যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে দেওয়া হয়েছিল। আর আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে ভবিষ্যদ্বাণী রূপে পূর্বাহ্নেই এই সংবাদ দিয়ে রেখেছিলেন যে প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিবে আর তুমি তোমার জামাতের দৃঢ় ঈমানের অধিকারীদের বলে দাও যে তারা প্লেগের টিকা না লাগালেও নিরাপদ থাকবে।তবু সেই সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জামাতের কোনও সদস্যকে টিকা নিতে বাধা দেন নি। সরকার যদি এটিকে অনিবার্য করে দেয় তবে আপনারা নিতে পারন। এখানে আমাদের কাছে কোনও প্রতিশ্রুতি নেই। তাই একথা স্মরণ রাখবে যে আমরা যদি (ঈমানে) দৃঢ় হয় তবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করবেন। আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর খলীফাদের যুগেও প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, যে কেউ প্লেগের কারণে মারা যাবে সে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে। তাই সেই মহামারিকে আপনি শাস্তি আখ্যায়িত করতে পারবেন না আর এটিকে কোনও নিদর্শনও বলতে পারবেন না। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর যুগে এটি একটি নিদর্শন ছিল।এখন এটি সেই ধরণের নিদর্শন নয়। তাই সরকার যদি বলে আমাদেরকে কোভিডের ভ্যাকসিন নিতে হবে তবে ভ্যাকসিন নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত আর আমাদের সকলকে কোভিড হবে কিম্বা সমস্ত আহমদীদেরকে কোভিড সে অবশ্যই রক্ষা পাবে এমনটাও জরুরী নয়। কেউ যদি কোভিডে মারা যায় তবে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। আমাদেরকে সমস্ত মহামারির ও বিপদের বিরুদ্ধে সামগ্রিক সুরক্ষা বিধি অবলম্বন করা উচিত যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ যুগ খলীফাকে স্বয়ং একথা না বলেন যে এটি একটি নিদর্শন আর সমস্ত আহমদী এর থেকে নিরাপদ থাকবে। এমনটি হলে এটি ভিন্ন বিষয় হবে।

* এক খাদিম প্রশ্ন করে যে, আমরা কিভাবে একে অপরকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত এবং খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনারা যখন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা করেন, তখন এমন বিষয়বস্তু আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করুন। যেমন- আহমদী মুসলমান হিসেবে আমাদের দায়িত্বাবলী। আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করেছি? এভাবে আপনারা নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে সক্ষম করতে পারবেন। আর এটা আপনাদেরকে জামাত আহমদীয়ার আরও কাছে নিয়ে আসবে। কেননা ইসলামের প্রকৃত কি আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে কি প্রত্যাশা করেন সে সম্পর্কে যুগ খলীফা আপনাদেরকে নিরন্তরভাবে সচেতন করে থাকে। তাই এভাবে আপনারা আহমদীয়া জামাতের সঙ্গে আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হতে পারেবন।

আরও এক খাদিম প্রশ্ন করে যে, আমরা কিভাবে আঁ হযরত (সা.) কে নিরন্তর ও অকৃত্রিমভাবে ভালবাসতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: নিজ প্রিয়ভাজনদের ভালবাসা আপনারা কিভাবে অর্জন করতে পারি? তাদেরকে স্মরণ করে? তাদের জন্য কিছু পুণ্যকর্ম করার মাধ্যমে। তাদের প্রত্যাশা পূরণের মধ্য দিয়ে বা তাদের প্রতিটি আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মান্য করে। এভাবে আপনারা তাদের ভালবাসতে পারেন। অনুরূপভাবে আপনি আঁ হযরত (সা.) এর ভালবাসাও অর্জন করতে পারেন। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)কে সম্বোধন করে বলেছেন- তুমি লোকেদের বলে দাও যে যদি তারা আল্লাহ্‌র ভালবাসা পেতে চায় তবে তোমার আনীত শিক্ষা এবং নির্দেশাবলী শিরোধার্য কর যা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর উপর নাযেল করেছেন। অতঃপর তারা যেন তোমার উপর দরুদ প্রেরণ করে। এভাবে আঁ হযরত (সা.)-এর ভালবাসা লাভ করতে পার আর এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'লাও আপনাকে ভালবাসতে শুরু করবেন।

* একজন ছাত্র সেই সব খুদ্দামদের সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা জানতে চান যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার কারণে বাড়ি থেকে দূরে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইউনিভার্সিটিতে থাকলেও আপনার পাঁচ ওয়াক্ত নামায নামায পড়া উচিত। আর একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তিলাওয়াতের বিষয়ে অলসতা যেন না হয়। ইউনিভার্সিটিতে এমন সব ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবেন যারা সৎ প্রকৃতির ও পুণ্যবান। ধর্মভীরু না হলেও অন্তত সৎ প্রকৃতি ও উন্নতি নৈতিকতার অধিকারী যেন তারা অবশ্যই হয়। এমন সব ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর, আর সব সময় লক্ষ্য রাখবে তোমাদের বন্ধুত্ব যেন ভাল ছেলেদের সঙ্গে হয়। নিজেরাও অন্যদের সামনে নিজেদের উন্নত নৈতিক আদর্শ মেলে ধরবে। এটি তোমাদের নৈতিক কর্তব্য। এভাবে তোমরা নিজেদের পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের কাছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পোঁছে দিতে পারবে। আর একজন মুসলমান হিসেবে উন্নত আদর্শও প্রদর্শন করতে পারবে।

* একজন খাদিম প্রশ্ন করে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে ইসলাম আমাদের কি দিক-নির্দেশনা প্রদান করে আর কিভাবে এই সংকটের মোকাবিলা করা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, প্রতিটি বিষয়ে সীমা অতিক্রম করা মন্দ বিষয়। আমরা যদি প্রকৃতির নিয়ম মেনে না চলি, তবে এর অর্থ দাঁড়াবে আমরা নিজেদের ভবিষ্যতকে নষ্ট করব

এরপর শেষের পাতায়

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লা সকল শঙ্কা ও ভয়ভীতিকে নিরাপত্তায় বদলে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীর ঈমান ও বিশ্বাসে উন্নতি দিন। আর জলসার এসব প্রভাব যেন চিরস্থায়ী হয় এবং সাময়িক না হয়।

আমি সমস্ত কর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই যারা জলসার প্রস্তুতি থেকে গোটানো পর্যন্ত নিজেদের নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন।

এক অসাধারণ ঐক্যের দৃশ্য বিরাজ করছিল যা এম.টি.এর চোখ দিয়ে আমরা চাক্ষুষ করেছি। এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা।

এমটিএ-র কর্মীরা এজন্য ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য যে তারা এম.টি.এর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে জামাত আহমদীয়ার ঐক্য তুলে ধরে বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

এমন মনে হয় যেন এই ভালবাসা আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মানুষের মনে সঞ্চারিত করেছেন কেননা, এর মধ্যে কৃত্রিমতার রেশমাত্র ছিল না।

(জনৈক অ-আহমদী আলেমের মন্তব্য)অ

আজ আহমদীয়াতই হল প্রকৃত ইসলাম, অচিরেই মানুষ এটিকে চিনে ফেলবে আর এর মধ্যে প্রবেশ করবে।

একথা বলতে আমার মোটেই দ্বিধা নেই যে, ইসলাম নারীকে যে অধিকার প্রদান করেছে তা খৃষ্টধর্মও করে নি। (খৃষ্টান পাদ্রী)

যেভাবে জামাত আহমদীয়া ইসলামের সেই প্রকৃত শিক্ষাকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছে যা হযরত মহম্মদ (সা.) আমাদেরকে দিয়েছিলেন, আমরা মতে এটি জামাতেরই এক অনন্য বৈশিস্ট্য। (জনৈক হাম্বলী ইমাম)

এই জলসা থেকে এই ইলাহি জামাতের উপর ঈমান আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

এই সালানা জলসা একথার জ্বলন্ত উদাহরণ যে, জামাতের মাঝে ঐক্য রয়েছে, সমগ্র বিশ্বের আহমদীরা খলীফার হাতে একত্রিত হয়েছে।

আমি আজ পর্যন্ত কখনও এমন অনুষ্ঠান দেখি নি যেখানে মানুষ যারপরনায় সম্মান ও ভালবাসা দিয়ে নিজেদের নেতার ভাষণ শুনছে। (জনৈক অ-আহমদীর বক্তব্য)

এই মুহূর্তে খিলাফতে আহমদীয়াই মুসলিম জাতিকে রক্ষা করতে পারে। আর আজ আমি আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছি।

খলীফার ভাষণ কুরআন মজীদের আয়াত এবং আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনী ও যৌক্তিকও বৌদ্ধিক প্রমাণে পরিপূর্ণ ছিল।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১২ আগস্ট, ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (১২ জহুর, ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তাআউয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আই.) বলেন,আলহামদুলিল্লাহ্ তথা সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে গত সপ্তাহে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা আয়োজনের তৌফিক দিয়েছেন এবং সেই তিনদিনে আমরা আল্লাহ্ তা'লার অসীম অনুগ্রহ (বর্ষিত হতে) দেখেছি। করোনা মহামারী ছড়িয়ে থাকার কারণে প্রথমে এমন ধারণাই ছিল যে, এ বছরও গত বছরের ন্যায় সীমিত পরিসরে জলসা করা হবে। কিন্তু এরপর শেষ মাসে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, যুক্তরাজ্যের সকল আহমদীকে জলসায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে। এ সিদ্ধান্তে প্রথমে ব্যবস্থাপনা কিছুটা চিন্তিত ছিল। কিন্তু এরপর তারা প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেন, আর যেমনটি আমি বলেছি; আমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি বর্ষিত হতে দেখেছি।

জলসার জন্য পুরো বছর আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করা হয়। ব্যবস্থাপনাকে অনেক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু এরপর যখন জলসা আরম্ভ হয় তখন বোঝাই যায় না যে, কীভাবে চোখের পলকে এই তিনদিন পার হয়ে যায়। এ বছর বিভিন্ন কারণে লোকদের মাঝেও নানা রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। আমাকেও অনেকে চিঠি লিখেছে এবং দুশ্চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। লোকেরাও অনেক দোয়া করছিল আর আমিও দোয়া করছিলাম, জামা'তের সদস্যরাও দোয়া করছিলেন। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা সকল শঙ্কা ও ভয়ভীতিকে নিরাপত্তায় বদলে দিয়েছেন।

করোনা মহামারীর বিস্তারও এর একটি কারণ ছিল। যাহোক, এর কিছু প্রভাব হয়ত কোন কোন অংশগ্রহণকারীর ওপরও পড়তে পারে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্ তা'লার অনেক অনুগ্রহ ছিল।

যাহোক, এখন জলসার বরাতে আমি কিছু কথা বলতে চাই। জলসার পরবর্তী খুতবায় সাধারণত কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং অংশগ্রহণকারী অতিথিদের অভিব্যক্তিরও উল্লেখ করি। আর জলসাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজিরও উল্লেখ করা হয়। প্রথমে আমি সকল কর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যারা জলসার প্রস্তুতি থেকে আরম্ভ করে ওয়াইন্ড আপ (অর্থাৎ গুটানো) পর্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন এবং এখন পর্যন্ত কোন না কোনভাবে গুটানোর কাজ চলছে, (তারা এখনও) কাজ করছেন। এরপর জলসা চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন বিভাগের নারী ও পুরুষ কর্মীরা সামগ্রিকভাবে নিজেদেরযোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী ভালো কাজ করেছেন; যার জন্য সকল অংশগ্রহণকারীর (তাদের প্রতি) কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

এটিই ইসলামী (শিক্ষানুযায়ী) নৈতিক গুণের দাবি। যার দ্বারা তুমি কোনভাবে উপকৃত হও, তোমার কোন কাজে আস লে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। আর বান্দাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনই (মানুষকে) আল্ল াহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে অনুরাগী করে। ছোট-বড়, মহিলা ও মেয়েরা যথাযথভাবে সেবা প্রদানের চেষ্টা করেছে। কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি এবং দুর্বলতাও দৃষ্টিগোচর হয়েছে, কিন্তু এত বিশাল আয়োজনে এমন দুর্বলতা থাকতেই পারে।

কিন্তু ব্যবস্থাপনার কাজ হলো, এসব দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা। উদাহরণস্বরূপ, লাজনাদের খাবার পরিবেশন বিভাগের কিছু অভিযোগ রয়েছে অথবা আরওকিছু বিষয় রয়েছে। এ সম্পর্কে লোকদের যেসব চিঠিপত্র এসেছে তা আমি সাথে সাথে ব্যবস্থাপনাকে পাঠাচ্ছি। প্রত্যেক বিভাগের উচিত যাচাই করত নিজেদের লাল খাতায় এসব দুর্বলতা লিপিবদ্ধ করে আগামী বছর আরও উন্নত ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা।

কিন্তু সামগ্রিকভাবে কর্মীরা অনেক কাজ করেছে, ভালো কাজ করেছে। কিশোর-কিশোরিরাও নিজেদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেছে। যাহোক, আমি তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এমটিএ খুব ভালোভাবে (জলসার কার্যক্রম) সম্প্র চার করেছে। এবার পুরো স্টুডিও তারা নিজেরাই তৈরি করেছে, আর এতে কয়েক হাজার পাউণ্ড সাশ্রয়ও হয়েছে। এছাড়া এবছর উন্নত এবং অনুন্নত অনেক দেশকে জলসার কার্যক্রমের সময় সংযুক্ত করা হয়েছিল। যার মাধ্যমে এখানে উপবিষ্ট মানুষ অন্যান্য দেশে বসবাসরত নিজ ভাইদের দেখতে পাচ্ছিলেন।

ঐক্যের এক (বিস্ময়কর) দৃশ্য ছিল যা আমরা এমটিএ'র ক্যামেরার চোখ দিয়ে অবলোকন করেছি। এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ, এমটিএ'র কর্মীরা এই বিষয়ে কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য কেননা; তারা আহমদীয়া জামা'তের ঐক্য এমটিএ'র মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে দেখিয়ে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করেছে।

যাহোক, এখন আমি কয়েকজন আপন -পরের (অর্থাৎ, অ-আহমদী এবং আহমদীর) অভিব্যক্তি তুলে ধরছি। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির উল্লেখ করছি, জলসার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে ইসলামের বাণী সমগ্র বিশ্বে পৌঁছিয়েছেন তার উল্লেখ করছি।

নাইজারের একজন অ-আহমদী বন্ধু আবু বকর সীনী সাহেব, তিনি একজন অআহমদী আলেম। (তিনি) নিয়ামে শহরের একটি মসজিদের ইমামও বটে। তিনি বলেন, আমাকে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি প্রভাবিত করেছে তা হলো; যুগ-খলীফার প্রতি মানুষের (গভীর) ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক আর কীভাবে মানুষ যুগ-খলীফার এক ইশারার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শ ন করছিল। (তাঁর) বিভিন্ন বক্তৃতার সময় পিনপতন নিরবতা ও প্রশান্তি বিরাজ করছিল। পুনরায় বলেন, মনে হচ্ছিল এই ভালোবাসা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা মানুষের হৃদয়ে সঞ্চার করেছেন কেননা এর মাঝে কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না।

এরপর বুরকিনা ফাসোর আরেকজন অ-আহমদী বন্ধু ইসহাক সাহেব বলেন, আপনাদের বার্ষি ক জলসা ছিল খুবই উন্নত মানের, এর জুড়ি মেলা ভার। এতগুলো মানুষের এক জায়গায় সমবেত হওয়া কোন মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনার চেয়ে কম নয়। আর এক ইমামের আনুগত্যে এই জলসা অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি বলেন, কেউ মানুক বা না মানুক আজ (একমাত্র) আহমদীয়াতই সত্যিকার ইসলাম। আর সেদিন বেশি দূরে নয় যখন মানুষ এই সত্যকে অনুধাবন করবে এবং এতে যোগদান করবে।

এগুলো অ-আহমদী মুসলমানদের মন্তব্য আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ করছেন।

এরপর ফ্রেঞ্চ গায়ানায় একজন অ-আহমদী সিরিয়ান প্রথমবার জলসা দেখেছেন। আরবীভাষীদের জন্য মসজিদে এমটিএ আল্ আরাবিয়ার মাধ্যমে জলসার অনুষ্ঠান দেখারও ব্যবস্থা ছিল। তিনি বলেন, আমি প্রথমবার (আহমদীয়া) জামা'তের বাণী শুনছি এবং প্রথমবার আপনাদের খলীফার বক্তৃতা শুনেছি। মুসলমানদের মাঝে একটি এমন সংগঠন আছে যারা এভাবে ইসলামের প্রকৃত বাণী পৃথিবীতে প্রচার করছে এবং এক খলীফার (হাতে) বয়আ'ত করে সমগ্র পৃথিবীতে কাজ করছে- এটি আমাকে খুবই প্রভাবিত করেছে। এখন আমি অবশ্যই আপনাদের জামা'ত সম্পর্কে পড়াশোনা করবো এবং আরও গবেষণা করবো, ইনশাআল্লাহ্।

এরপর ফ্রেঞ্চ গায়ানারই আরেকজন অ-আহমদী মুসলমান জলসা শুনতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, যুক্তরাজ্যের বার্ষি ক জলসার কার্যক্রম আমি প্রথমবার শুনেছি এবং আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। আপনাদের জামা'ত আন্তর্জাতিক। তিনি বলেন, আমি মূলত গিনি কোনাকরির অধিবাসী। জলসার কার্য ক্রম চলাকালীন দেখছিলাম, লাইভ স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে পৃথিবীর অনেক দেশ এই জলসায় অংশ নিচ্ছে কিন্তু গিনি কোনাকরিকে দেখতে পাইনি। আমি যখন এটি ভাবছিলাম ঠিক তখনই পর্দায় গিনি কোনাকরি জামা'তের ভিডিও ভেসে উঠে, সেখানে আপনাদের জামা'ত প্রতিষ্ঠিত আছে দেখে আমি অনেক আনন্দিত হই। এরপর বলেন, আপনাদের খলীফা নারীদের যেসব অধিকার বর্ণনা করেছেন এতে একজন মুসলমান হিসেবে আমি গর্ববোধ করছি।

লাইবেরিয়ার একজন অ-মুসলমান অতিথি বব এম ডলো সাহেব, ইনি বিদ্যুৎ বিভাগে ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্ম রত আছেন, শিক্ষিত মানুষ। (তিনি) বলেন, আমি আহমদীয়া খলীফার বক্তব্য শুনে অনেক প্রভাবিত হয়েছি। এর পূর্বে আমি মনে করতাম, ইসলামে নারীদের কোন অধিকার নেই। কিন্তু আজ এই বক্তব্য শুনে আমি এ বিষয়টি জানতে পেরেছি যে, ইসলামে নারীদের অধিকার সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে যা অন্য কোন ধর্মে আমরা দেখতে পাই না। ইতিপূর্বে আমি শুনেছিলাম, আহমদীয়া জামা'ত খুবই সুশৃঙ্খল (একটি) জামা'ত। আজ স্বচক্ষে দেখলাম যে, কীভাবে আহমদীয়া জামা'ত একজন নেতার হাতে ঐক্যবদ্ধ এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট।

জাম্বিয়ার এক ভদ্র লোক কাটে বুলে সাহেব, পেশাগতভাবে তিনি একজন পাস্টার বা ধর্মযাজক, তিনি বলেন, বার্ষিক জলসার শেষ দিন আপনাদের খলীফার সমাপনী ভাষণ শুনে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। (তিনি) বলেন, আপনাদের খলীফার ভাষণ ছিল অবিস্মরণীয়।

ইসলাম যত সুন্দরভাবে নারীদের অধিকারসমূহ বর্ণনা করে, এ সম্পর্কে আমার মোটেও ধারণা ছিল না। আমি এটিই মনে করতাম যে, ইসলাম নারীদের সকল অধিকার হরণ করেছে এবং নারীদের কোন প্রকার স্বাধীনতা প্রদান করেনি। আমার মতে ইসলাম নারীদেরকে গৃহাভ্যন্তরে বন্দি করে রেখেছিল কিন্তু আজ এই বক্তৃতা শুনে আমার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে।

(এখন) আমি একথা বলতে আদৌ লজ্জাবোধ করবো না যে, ইসলাম নারীদের যেসব অধিকার প্রদান করেছে তা খ্রিস্টধর্ম প্রদান করেনি। ইনি একজন খ্রি স্টান যাজক, তিনি বলেন; যেসব অধিকার ইসলাম প্রদান করেছে তা খ্রিস্টধর্ম দেয়নি। আমরা আমাদের নারীদের প্রতি অকারণে অত্যাচার করি আর নারীদেরকে নিজেদের দাসী মনে করি। আপনাদের খলীফা একেবারেই যথার্থ বলেছেন যে, পুরুষ কোনো না কোনোভাবে শক্তির জোরে নিজেদের অধিকার আদায় করেই ছাড়ে। আজ আমি অনুভব করেছি, ইসলাম উগ্রতার শিক্ষায় বিশ্ব াসী নয় বরং ইসলামের শিক্ষা অনিন্দ্য সুন্দর।

এরপর আইভরিকোস্টের একজন যেরে তবলীগ বন্ধু বলেন, বিভিন্ন মাধ্যমে জামা'তের পরিচিতি লাভ করছিলাম। কিন্তু যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা এক স্বতন্ত্ররূপে নিজের(অর্থাৎ জামা'তের) পরিচয় উপস্থাপন করেছে। তিনি প্রথমবারের মত সরাসরি কোন জলসা টেলিভিশনে দেখেছেন। জলসার ব্যবস্থাপনা দেখে খুবই প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি বলেন, এত বিশাল সংখ্যার এরূপ সুশৃঙ্খল ও সুন্দরভাবে একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা বলছে যে, তাদের ওপর খিলাফতের তরবীয়্যতের এক গভীর প্রভাব রয়েছে। (তিনি) বলেন, মহানবী (সা.)-এর হাতে মানুষ কীভাবে বয়আ'ত করতেন তা তিনি জানতেন না কিন্তু আজ খলীফার হাতে লোকদেরকে বয়আ'ত করতে দেখে হৃদয়ে যে গভীর প্রভাব পরেছে আর যে আবহ সৃষ্টি হয়েছে তা বর্ণনাতীত। তিনি বলেন, আমি এখন থেকে নিয়মিত আপনাদের খলীফার খুতবা শুনবো।

কঙ্গো কিনশাসা'র ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট বা অভিবাসন বিভাগের প্রতিনিধি মানুষজনের সাথে জলসায় অংশগ্রহণ করেন, আমার বক্তব্য শ্রবণ করেন। তিনি বলেন, এই ভাষণ (তাকে) এটি ভাবতে বাধ্য করেছে যে, তিনি এখনও কেন আহমদী হন নি? আর এ বিষয়ে অঙ্গীকার করে গেছেন যে, ভবিষ্যতেও মিশন হাউজে আসা অব্যাহত রাখবেন এবং জামা'তের ব্যাপারে আরও গবেষণা করবেন।

এমটিএ'র মাধ্যমে (কীভাবে) মানুষের তরবীয়্যতও হয়ে থাকে।

ক্যামেরুনের একটি জামা'ত হলো মারাও, মারাও জামা'তের মিশন হাউজেও যুক্তরাজ্যের জলসা দেখার ব্যবস্থা ছিল। এখানে যারা জলসা দেখছিলেন তাদের মাঝে নিকটস্থ গ্রামের এক মহিলা- যার নাম ছিল উম্মল, (তিনিও) উপস্থিত ছিলেন। তিন দিনই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। জলসা সালানা শেষ হতেই তিনি সেখানে উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমাদের সৌভাগ্য হলো, আমাদের কাছে এমটিএ আছে। এমটিএ (শুধু) একটি টিভি চ্যানেলই নয় বরং একটি স্কুল এবং বিশ্ব বিদ্যালয়, যেখানে মানুষ প্রতিদিন জ্ঞান অর্জন করে। আমরা এই তিন দিনে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছি। আমাদের কাছে ক্যাবল লাইনের মাধ্যমে এমটিএ দেখার ব্যবস্থা আছে (সেখানে ক্যাবলের মাধ্যমে এমটিএ দেখার সুবিধা আছে) তাই প্রত্যেকের এথেকে উপকৃত হওয়া উচিত। তিনি সেখানে (সবাইকে) উপদেশ দেন যে, বাড়িতে নিয়মিত এমটিএ দেখা উচিত আর সন্তানদেরও দেখানো উচিত যাতে সবার ইসলামী জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। বিশেষকরে যুগ-খলীফার বিভিন্ন বক্তৃতা ও খুতবা অবশ্যই শুনুন যাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

কঙ্গো কিনশাসা থেকে আরেকজনের অভিব্যক্তি হলো। ইলিবু জামা'তে জলসার কার্যক্রম দেখার জন্য হাম্বলী মুসলমানদের ইমামকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। জলসা শেষ হলে তিনি বলেন, আহমদীয়া জামা'ত যেভাবে ইসলামের এই খাঁটি শিক্ষা উপস্থাপন করেছে, যা হযরত মুহাম্মদ

(সা.) আমাদেরকে দিয়েছিলেন, আমার মতে এটি (আহমদীয়া) জামা'তেরই অনন্য বৈশিষ্ট্য। আমি এখনই যেকোনো মূল্যে এই জামা'তে অন্তর্ভু ক্ত হতে চাই, আল্লাহ্ আমাকে এর তৌফিক দিন। [আল্লাহ্ কাছে আমাদের দোয়া হলো, তিনি তাকে (সত্যিই) এর তৌফিক দিন]।

বিলমা নামক একজন আলবেনিয়ান যেরে তবলীগ মুসলমান মেয়ে বলেন, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা এক মহিমান্বিত জলসা ছিল যেখানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল অসাধারণ। আমি এখনও জামা'তভুক্ত হই নি কিন্তু এই জলসার ফলে আমার মাঝে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে, আমি যেন এই জামা'তের গুরুত্ব এবং সত্যতার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে চিন্তাভাবনা করি আর যুগ-খলীফার ভাষণ শুনে আমার মনে হয়েছে যে, আমি তাঁর কথার সাথে সহমতপোষণ করি। তিনি যেভাবে বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করেছেন তাতে আমার ঈমান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার বাসনা হলো, আমি যেন ব্যক্তিগতভাবে আগামীতেও এমন জলসায় যোগদান করতে পারি।

ফ্রেঞ্চ গিয়ানায় একজন আফগান মহিলা তার সন্তানদের নিয়ে আমার সমাপনী বক্তব্য শুনতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আপনাদের জামা'ত সম্পর্কে পূর্বেই আমাদের কিছুটা জ্ঞান ছিল কিন্তু যুক্তরাজ্যের জলসায় আপনাদের খলীফার বক্তব্য শুনে এক বিস্ময়কর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। ইসলামে নারীদের অধিকার সম্পর্কে শুনে অর্থাৎ, আমাদের ধর্ম নারীদের অধিকারের প্রতি কতই না যত্নশীল (একথা) শুনে প্র শান্তি অনুভব করছিলাম। তিনি বলেন, হয়ত এ কারণেও বেশি অনুভূ ত হচ্ছিল কারণ আফগানিস্তানে তালেবান যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাতে তো মহিলাদের কোন মূল্যই নেই অথচ সত্যিকার অর্থে ইসলামই নারীদের অধিকারের ষোলআনা নিশ্চয়তা প্রদান করে।

লাইবেরিয়ার একজন অ-মুসলমান অতিথি আমুস গোনসে সাহেব, যিনি পুলিশের সিআইডি কমান্ডার এবং শিক্ষিত মানুষ। আমন্ত্রণ পেয়ে জলসায় যোগদান করেন। তিনি বলেন, দ্বিতীয় দিন আমার বক্তব্য শুনে খুবই প্রভাবিত হন। দ্বিতীয় দিনই তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তৃতীয় দিন তিনি স্বেচ্ছায় আবার আসেন এবং বক্তব্য শেষে তিনি এ কথা প্রকাশ করেন যে, ইসলাম সম্পর্কে আমার খুবই নেতিবাচক ধারণা ছিল আর এর কিছুটাকারণ মুসলমানদের আচার-আচরণও বটে কিন্তু জলসার প্রোগ্রাম দেখে আমি অনুভব করি, ইসলাম একটি শান্তি পূর্ণ ধর্ম আর আহমদীয়া জামা'ত সব দিক দিয়ে মানবসেবায় রত; তাই আজ থেকে ইসলাম সম্পর্কে আমার চিন্তাধারা পাল্টে গেছে আর যেসব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল (তাও) দূর হয়ে গেছে।

তিনি আরও বলেন, অত্রাঞ্চলে আহমদীয়া জামা'ত যদি পূর্বে আসতো তাহলে এখন পর্যন্ত অনেক মানুষ জামা'তের মাধ্যমে ইসলামভুক্ত হয়ে যেত।

ফ্রেঞ্চ গিয়ানা, সেখানেও জামা'তের উদ্যোগে জলসা শোনার ব্যবস্থা ছিল এবং (এটি) ছোট্ট একটি জামা'ত। অল্প কিছু মানুষ সেখানে এসেছিলেন। সেখানে হাইতির দু'জন খ্রিস্টান যেরে তবলীগ আছেন, তারা সমাপনী ভাষণ শুনতে আসেন। তারা বলেন, 'আমরা আশ্চর্য হচ্ছি, আপনাদের খলীফা তাঁর বক্তৃতার জন্য যে বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন, অর্থাৎ নারী অধিকার, আমরা দুই বন্ধু বিগত দু'দিন ধরে এ বিষয়েই আলোচনা করছিলাম- এই বিষয়ে অর্থাৎ নারীদের অধিকার সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা কী? আমাদের জানা ছিল না যে, ইসলাম নারীদের অধিকার সম্পর্কে এরূপ পূর্ণাঙ্গীন ও ব্যাপক শিক্ষা প্রদান করে।

আজ যদি আমরা আপনাদের খলীফার বক্তব্য না শুনতাম, তবে আমরা সম্ভবত এই অনিন্দ্য সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গীন শিক্ষা সম্পর্কে জানতেই পারতাম না। বর্তমান যুগে নারী-অধিকার সম্পর্কে অনেক কথাইবলা হয়, কিন্তু নারী ও পুরুষ- উভয়ের যে দায়-দায়িত্ব রয়েছে, তা প্রকৃত অর্থে ইসলামই তুলে ধরেছে।' বর্তমানে তারা 'Life of Muhammad' বইটি পড়ছেন এবং তারা আরও বই-পুস্তকও চেয়েছেন।

মরিশাসের রিপোর্ট, সেখানে (জলসার) অনুষ্ঠানাদি দেখতে লোকজন সমবেত হয়েছিলেন, একজন সংসদ সদস্য তানিয়া দেওলে সাহেবা (জলসা দেখতে) এসেছিলেন; তিনি সংসদীয় কমিটির একান্ত সচিবও বটে। তিনি বলেন, অসাধারণ দৃশ্য; আহমদীয়া জামা'তের অনুষ্ঠানাদি ও আহমদীয়া জামা'তের ঐতিহ্য প্রত্যক্ষ করার খুব সুন্দর অভিজ্ঞতা হলো। এটি খুবই অভাবনীয় বিষয় যে, আপনারা লণ্ডনের মত শহরে এত বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করছেন। তিনি বলেন, একথাও সত্য যে, বর্তমান যুগের আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ধর্ম অনেক গুরুত্ববহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এত বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজেদের আত্মজিজ্ঞাসার লক্ষ্যে, এক আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সমবেত হওয়াবিশাল ব্যাপার; বিশেষত এমন সময়ে যখন আমরা সবাই কঠিন এক যুগ অতিক্রম করছি যাতে বিশ্ব বিভিন্ন ধরণের সংকটের শিকার।

আমার মতে এই ধরনের অনুষ্ঠান সমাজকে সঠিক পথে আগুয়ান ও উন্নত মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ । আমার জন্য এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত আনন্দদায়ক; আমি এখানে অনেক কিছু শিখেছি। একইসাথে এই মুহূর্তগুলো আমার জন্য উদ্বেগের কারণও বটে।

নবাগত আহমদীরাও তাদের অভিব্যক্তি পাঠিয়েছেন। বুর্কিনাফাসোর একজন নবাগতাভদ্রমহিলা হলেন, হাওয়া সাহেবা। তিনি বলেন, 'যুগ-খলীফার স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল বক্তব্য আমাদেরকে বলে দিচ্ছে, আমরা আহমদীয়াতকে খাঁটি ইসলাম জেনে শুধুমাত্র এজন্য বয়আ'ত করি নি যে, আমরা অন্যদেরও আহমদী বানাব; বরং এটি (শেখার) জন্যও (বয়আ'ত করেছি) যে, কীভাবে আমরা নিজেরাও সমাজে আদর্শ আহমদী হিসেবে বসবাস করব এবং আমাদের কথা ও কাজে এক হয়ে নিজেদের ঈমানকেও দৃঢ় করব আর বিশ্বাসেউন্নতি লাভ করব।'

লোকেরা বলে, আফ্রিকার মানুষ অশিক্ষিত! আর এই মহিলা বলেছেন, আমাদের মাঝে এরূপ পরিবর্তন সাধন করতে হবে যেন আমাদের কথা ও কাজ সাদৃশ্যপূর্ণ হয়; আর একথা প্র ত্যেক শিক্ষিত আহমদীর জন্য এবং যে নিজেকে শিক্ষিত মনে করে এমন আহমদীর জন্য, ইউরোপে বসবাসরত বা উন্নত দেশগুলোতে বসবাসকারী আহমদী- সবাইকেএ বিষয়টি চিন্তা করা দরকার এবং তাদের অভিনিবেশ করা উচিত- সর্বক্ষেত্রে নিজেদের কথা ও কাজকে এক করুন।

ইন্দোনেশিয়ার একজন নবদীক্ষিতা বলেন, যুক্তরাজ্যের বার্ষি ক জলসা এক অসাধারণ বিষয়। তিনি বলেন, আমি একজন নবাগতা; আমার জন্য (এটি) ঐশী জামা'তে নিজের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি করার একটি মুহূর্ত ছিল। আমি দেখেছি, মানুষজন দলে-দলে এই আশিসময় জলসায় যোগদানের জন্য আসছে। যদিও আমি এই জলসা শুধু মাত্র টিভিতেই দেখেছি, কিন্তু আমার মন-মস্তিষ্ক যুক্তরাজ্যের জলসা-গাহে উপস্থিত ছিল। এই জলসার মাধ্যমে এ ঐশী জামা'তের ওপর আমার ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমি ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করব।

কঙ্গো ব্রাজভিলের একটি রিপোর্ট রয়েছে, লাজনাদের অংশে আমার যে ভাষণ ছিল তা শুনে সেখানকার স্থানীয় লাজনারা প্রতিজ্ঞা করে- আমরাও ইসলাম আহমদীয়াতের প্রসারের জন্য নিজেদেরকে এবং নিজেদের সন্তানদেরকে সকল প্র কার ত্যাগ স্বীকারের জন্য গড়ে তুলবো।

এরপর আরেকজন নবাগতা (আহমদী) বলেন, আধ্যাত্মিক পরিবেশে তিনটি দিন অতিবাহিত হলো- আমরা চাই প্রতিটি দিন যেন এভাবেই অতিবাহিত হয় আর আমরা আধ্যাত্মিক পরিবেশ থেকে আনন্দ উপভোগ করতে থাকি।

ইন্দোনেশিয়ার এক নবাগত আহমদী এরি হিমাওয়ান সাহেব বলেন, আমি একজন নতুন আহমদী। যুক্তরাজ্যের বার্ষি ক জলসা লাইভ স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে দেখার পর আমার পক্ষ থেকে কেবল একটি শব্দই (বলার) আছে- বিস্ময়কর। আমি বিস্মিত, গোটা বিশ্বেকেবলমাত্র এমন একটি ইসলামি সম্প্রদায়ই আছে যার সদস্যরা বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত। একটি টিভি চ্যানেল রয়েছে যা (অহোরাত্রি) চব্বিশ ঘন্টা সম্প্রচারিত হয়। আমি নিজেকে প্রশ্ন করতাম, এমন কোন ইসলামি সম্প্রদায় আছে কি যেমন যেহোভা উইটনেস, মরমন এবং এডভান্ট এস ডি'র মত (সম্প্রদায়)? {এগুলো সবই খ্রিস্টান সম্প্রদায়, যাদের লক্ষ লক্ষ অনুসারী রয়েছে এবং শত শত দেশে (এরা) কাজ করছে}। কিন্তু আমি এর উত্তর পেয়ে গেছি যে, আহমদীয়া জামা'ত (নামে) একটি ইসলামী সম্প্রদায় রয়েছে যারা সারা বিশ্বে বিস্তৃত এবং আমি এই সম্প্রদায়ের সদস্য হতে পেরে আনন্দিত। এই ইসলামী সম্প্রদায়ই আমার কার্যক্রম এবং ব্যক্তিত্বের সাথে মানানসই। এখন আমি আহমদী হয়ে একজন সার্থক মানুষ হতে পারব এবং দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে পারবো।

কাযাখস্তান থেকে বগু বায়েস দৌরীন সাহেব বলেন, (এই) জলসা আমার হৃদয়ে এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছে। আমি বার্ষিক জলসার অনুষ্ঠান সস্ত্রীক একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশে দেখি। যুগ-খলীফার ভাষণ হৃদয়ে এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছে যা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। একইভাবে অন্যান্য বক্তাদের বক্তব্যও অতি উত্তম ছিল। এমটিএ'র মাধ্যমে গোটা বিশ্বের আহমদীদের সালানা জলসার অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য হয়। আল্লাহ্ তা'লা সকল কর্মী এবং আয়োজকদের উত্তম প্রতিদান দিন। এরপর তিনি নিজের জন্যও দোয়ার আবেদন করেন, আল্লাহ্ তা'লা (তার) এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং আবহ যেন আগামীবছরের জলসা পর্যন্ত বহাল রাখেন এবং সর্বদা প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

জাম্বিয়ার একজন নবাগত আহমদী যখন আমার ভাষণ শোনেন, তখন নিজের আবেগ সংবরণ করতে পারেন নি, তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে। তার সাথে বসা বন্ধু (এরকারণ) জানতে করতে চাইলে তিনি উত্তর দিতে না পেরে কয়েক মিনিটের জন্য হল থেকে বাইরে চলে

যান। অশ্রু সংবরণ করে পুনরায় ফেরত আসেন এবং জানতে চাইলে বলেন, জীবনে প্রথমবার যুগ-খলীফাকে দর্শন করি এবং তঁ ার কণ্ঠস্বর শুনি- তাই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে আরম্ভ করে।

তিনি বলেন, আমার বয়স আশি বছর। আমি আমার সারাটা জীবন নেকড়েদের মাঝে কাটিয়েছি (অর্থাৎ, অত্যাচারি লোকদের মাঝে কাটিয়েছি) এবং আহমীয়াতভুক্ত হয়ে আমি জানতে পারলাম ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হলো, ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়া, ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানো নয়। এরপর একদিন তিনি ফজরের নামাযের দরসের পর উঠে দাঁড়ান এবং উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বলেন, এই মসজিদটি লোকদ্বারা পরিপূর্ণ করা কেবল মুরব্বীর কাজ নয়, বরং আমাদের সবার দায়িত্ব, আমরা সবাই যেন তবলীগ করি।

অস্ট্রেলিয়ার একজন নবাগত আহমদী ঈসা গ্যাবরিয়েল সাহেব, যিনি প্র থমে বয়আ'ত করেছিলেন ঠিকই কিন্তু অ-আহমদীদের বিভিন্ন আপত্তি (শুনে) প্রভাবিতও হতেন, বিশেষতএই আপত্তি যে, জলসা হলো একটি বিদআ'ত। তিনিও সেখানে অস্ট্রেলিয়ার বাইতুল মসরূর মসজিদে আন্তর্জাতিক বয়আ'তে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমার সকল সন্দেহ-সংশয় দূর হয়ে গেছে কেননা; আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, জলসা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য আয়োজন করা হয়। এটি আমার জন্য আমার ঈমান নবায়নের উপলক্ষ্য ছিল। বয়আ'তের সময় যুগ-খলীফার সাথে দোয়ায় যোগদান করে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমার দোয়া অবশ্যই গৃহীত হবে।

জলসার কার্যক্রম দেখে মানুষের ঈমানে দৃঢ়তাও সৃষ্টি হয়। অস্ট্রেলিয়ার একজন নও-মোবাঈন নিকিয়াস গিবরী সাহেব বলেন, আন্তর্জাতিক বয়আ'ত আমার জন্য এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ছিল। সেসময় আমি যে আধ্যাত্মিক অবস্থা অতিবাহিত করেছি এরপূর্বে আমি এমন (আধ্যাত্মিক) অবস্থা কখনোই অনুভব করি নি। এমন এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ ছিল যা আমাকে আত্মিক প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিক আনন্দ দান করেছে।

লিসিথো থেকে একজন নবাগত আহমদী ইউসুফ আল্ হাবীসা সাহেব বলেন, এটি আমার প্রথম জলসা আর আমি প্র থমবার যু গ-খলীফাকে দেখেছি। তিনি যেভাবে উন্নত ইসলামী শিক্ষামালার আলোকে সমাজের দুর্বলতা ও নোংরামির সংশোধনের পন্থা বাতলে দিয়েছেন তা আমি আজ পর্যন্ত অন্য কোথাও শুনিনি। খ্রিস্টধর্মেও আমি (এগুলো) শিখি নি।

আমি যখন আহমদীয়াত সম্পর্কে গবেষণা করছিলাম এবং আমি যখন প্রথমবার যুগ-খলীফার ছবি দেখি তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে স্বপ্নযোগে বলেন, এটি সত্য ধর্ম। আহমদীয়াতের প্রতি আমার আকৃষ্ট হওয়া এবং সত্যিকার ইসলাম লাভ করা মূলত আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেই পথনির্দেশনার ভিত্তিতে হয়েছে, যা যুগ-খলীফাকে দেখার পর আমি লাভ করেছি। এভাবে জীবনে প্রথমবার জলসা দেখা এবং বয়আ'তের হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য দেখা এবং এতে অংশগ্রহণ করার পর আমি নিজের মাঝে এক (পবিত্র) পরিবর্তন অনুভব করছি। (মনে হচ্ছে) যেন এক নবজীবন লাভ করেছি।

ইতিহাসের শিক্ষক আলবানিয়ার পলুম্বিয়া সাহেব, তিনি তিন-চার বছর পূর্বে জার্মানীতে বয়আ'ত করেছিলেন। তিনি বলেন, এ বছর যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসায় ভার্চুয়ালী অংশগ্রহণ করেছিলাম কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি যেন স্বয়ং সেখানে উপস্থিত আছি। জলসার পরিবেশ এবং যুগ-খলীফার ভাষণের প্রভাব ছিল অসাধারণ। আমার মনে হয়েছে, আমিও স্বশরীরে জলসায় অংশগ্রহণ করেছি।

এই আন্তর্জাতিক বার্ষিক জলসা এ কথার অকাট্য প্রমাণ যে, জামা'তের মাঝে ঐক্য রয়েছে। পুরো বিশ্বের আহমদীরা যুগখলীফার হাতে ঐক্যবদ্ধ। সকল আহমদী সদস্য নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য বুঝতে আগ্রহী। তিনি বলেন, সবাই যুগ-খলীফার দিকনির্দেশনা শোনার প্রতীক্ষায় রয়েছে এবং তা পালনের আকাঙ্ক্ষা রাখে। তিনি বলেন, (যুগ-খলীফা) তাঁর সমাপনী ভাষণে খুবই সহজ-সরল ভাষায় আমাদেরকে অত্যন্ত স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছেন আর সেই বাক্যগুলো এমন ছিল যা সমাজের সকল শ্রেণী পেশার মানুষ অতি সহজেই বুঝতে পারে। এই ভাষণ আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব-কর্ত ব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষভাবে আমাদেরকে- যারা আলবেনিয়ান সমাজে বাস করি যেখানে নারীদের অধিকার (প্রদান) সংক্রান্ত অনেক সমস্যা রয়েছে।

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir, Nalhati (Birbhum)**

এরপর নাইজারের (একটি) অঞ্চলের একজন মহিলা গোনারুমজি সাহেবা বলেন, আজ লাজনাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ শুনে আমি নারীদের অধিকার এবং তাদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান লাভ করেছি। তিনি বলেন, আপনি যখন হযরত আম্মাজনের কথা বলেন যে, কীভাবে তিনি তাঁর সন্তানদের যত্ন নিতেন আর তাদের অতুলনীয় তরবীয়্যত করতেন, তখনই আমি প্রতিজ্ঞা করি যে, আজ থেকে আমিও আমার সন্তানদের তরবীয়্যতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিব যাতে তারা আদর্শ ধর্মসেবক হতে পারে। (দেখুন!) আল্লাহ্‌তা'লা কীভাবে পরিবর্তন সৃষ্টি করছেন।

এডিলেইডের মুরব্বী সিলসিলাহ্ আতেফ যাহেদ সাহেব লিখেন, এডিলেইডের স্থানীয় সময়ের সাথে লণ্ডনের সাড়ে আট ঘণ্টার ব্যবধান রয়েছে। জলসার সকল কার্যক্রম গভীর রাতে এখানে সম্প্রচারিত হওয়ার ছিল। আশংকা ছিল, লোকজন হয়তো আসবে না- উপস্থিতি আশানুরূপ হবে না কিন্তু লোকেরা অসাধারণ নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন আর জুমুআ'র দিনে কর্মদিবস হওয়া সত্ত্বেও লোকেরা মসজিদে এসেছেন, ভাষণ শুনেছেন এবং আন্তর্জাতিক বয়আ'তের সময়ও মানুষজন উপস্থিত ছিল। রাত তিনটা পর্যন্ত জেগে থেকে তারা সমাপনী ভাষণ শুনেছেন এবং খিলাফতের প্রতি সবার ভালোবাসা ছিল দেখার মত আর একারণে এমটিএ'র প্র তিও তারা (যারপরনাই) কৃতজ্ঞ।

কাযাখস্তান থেকে গুলিয়ান আই মাকীনা সাহেবা বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বার্ষিক জলসা সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে যুগ খলীফার এবং অন্যান্য বক্তার বক্তৃতা খুবই উপকারী ও চিত্তাকর্ষক ছিল। এসব বক্তৃতা আমার হৃদয়ে একটি বিশেষ প্রভাব ফেলেছে এবং আমি তবলীগ করার পদ্ধতিও শিখেছি। আমি নিশ্চিত এভাবে অন্যান্য শ্রোতারাও তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়ে থাকবেন। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বয়আ'ত নবায়ন করারও তৌফিক দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মানুষের হৃদয় ও দৃষ্টি উন্মোচন করুন এবং তারা হিদায়াত বা সত্যগ্রহণকারী হোক।

ইয়েমেন থেকে সীমা কাসেম সাহেবা বলেন, আমরা জলসার কার্যক্রম দেখেছি। এমন মনে হচ্ছিল যেন আমরা জান্নাতে আছি। ইসলামের সূর্য আমাদের ওপর পুনরায় উদিত হয়েছে এবং আমাদের হৃদয় ও আত্মাকে সতেজতা প্রদান করেছে। আমাদের মাঝে সত্যিকার ঈমান, ভালোবাসা, ঐক্য এবং নৈতিকতার প্রে রণা ফুৎকার করা হয়েছে। আমরা আপনার কাছ থেকে দূরে ছিলাম ঠিকই কিন্তু আমাদের হৃদয় আপনার সাথে ছিল। আমরা একই ঘরে উপস্থিত ছিলাম। একজন আহমদী ছাড়া অন্য কেউ এই সম্পর্ককে অনুভব করতে পারবে না। আমাদের দেশে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়া সত্ত্বে ও জলসার তিনদিনই আবহাওয়া ভালো ছিল এবং আল্লাহ্‌র কৃপায় আমরা জলসার সকল কার্যক্রম দেখে ছি। আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতকে চিরস্থায়ী করুন। এটি ছাড়া আমাদের কোনো অস্তিত্ব নেই আর নাই-বা কোন লক্ষ্য (আছে)।

এরপর কাবাবির থেকে আরেকজন আরব ভদ্রমহিলা দোয়া সাহেবা বলেন, আপনার ভাষণ নোট করার চেষ্টা করেছি। সমাপনী ভাষণে নারীদের অধিকারের প্রতি যেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেজন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আমি সেই ধর্মের অনুসারী যা আমার সকল অধিকার ও অনুভূতির সুরক্ষা করে। আমি এসব কথা আমার অমুসলমান বান্ধবীদের সামনে পুনরাবৃত্তি করতে গর্ব অনুভব করি।

এছাড়া মহিলাদের দৃষ্টিকোণ থেকেও আপনি পুরুষদের বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে আমাদেরকে বলেছেন যাতে আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমি আমার পিতা, ভাই এবং স্বামীর সকল অধিকার যথাযথভাবে প্রদান করছি কিনা? বয়আ'তের সময় আমার মনে হচ্ছিল, আমরা বাস্তবেই যুগ খলীফার সাথে আছি এবং আমাদের মাঝে না কোনো দেশ আছে আর নাই-বা কোনো সমুদ্র। আমি এতটাই আনন্দ অনুভব করছিলাম যে, আমার মনে হচ্ছিল (আনন্দে) আমার হৃদয় ফেটে যাবে।

জর্ডান থেকে আমাতুশ্ শাফী নামক এক ভদ্রমহিলা লিখেন, আমি বার্ষি ক জলসায় প্রদত্ত আপনার প্র থম দিনের ভাষণ শুনেছি। নিজের দায়িত্বের কথা অনুভব করে আমার শরীর কেঁপে ওঠে। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে ওয়াগান্দা নামক (একটি) গ্রামের আহমদীদের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং যুগ-খলীফার প্রতি ভালোবাসা দেখেছি। যদিও এই গ্রামটি খুবই পশ্চাৎপদ বা অনুন্নত এবং এর বাসিন্দারা এখনও জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ থেকেও বঞ্চিত তাসত্ত্বেও এই গ্রামের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কথা শুনে আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে আরম্ভ করে। তিনি বলছিলেন, তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে ভালোবাসেন। (ভালোবাসা প্রকাশের এই) ভাষা বাহ্যত খুবই সাদামাটা ছিল কিন্তু আমার হৃদয়ে এর গভীর প্রভাব পড়েছে।

এরপর মিশরের মারওয়া আব্দুল্লাহ্ সাহেবা বলেন, (হে) আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমাদের হৃদয়কে আপনার বিভিন্ন ভাষণ এবং অন্যান্য বক্তার বক্তৃতার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধ করে দিয়েছেন। আমি সেসময় আধ্যাত্মিকতার আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিলাম আর স্বীয় প্রভুর সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ি। আমার আকাঙ্খা হলো, আমি যেন সেই শান্তি প্রাপ্ত আত্মার মর্যাদায় উপনীত হই যার উল্লেখ আপনি করেছেন। মন চায়, আমি খোদার ভালোবাসায় এবং তাঁকে পাবার বাসনায় এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে যাই যেন আশেপাশের কোন খবরই না থাকে। যদিও আমার দেহ লোকদের সম্মুখে উপস্থিত থাকবে কিন্তু আমার আত্মা খোদা ও তাঁর রসূল প্রেমের আকাশে বিচরণে মগ্ন থাকবে।

আরবদের মাঝে বাগ্মিতার ও শব্দচয়নের বিশেষ নৈপুণ্য রয়েছে আর তারা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা উত্তমভাবে বহিঃপ্রকাশ করতে জানে। আল্লাহ্ তা'লা তার ঈমান ও বিশ্বাসে উন্নতি দিন।

এরপর মালয়েশিয়ার এক নবাগত বন্ধু নাযলান আযগান সাহেব, তিনি খুবই সহজসরল মানুষ, খুব সাদাসিধে জীবন যাপনকারী আর আর্থিক অবস্থাও সচ্ছল নয়। ইন্টারনেটে জলসা দেখার জন্য তার কাছে কোন টাকা-পয়সাও ছিল না। তিনি তার বাড়ির সামনের একটি গাছ থেকে আম পেড়ে তা বিক্রি করেন। তিনি বলেন, বিক্রির পর যে মূল্য পান তা দিয়ে ইন্টারনেটের ডাটা ক্রয় করে জলসার কার্যক্রম শুনেছেন।

গিনি বিসাও এর একজন অ-আহমদী বন্ধু সীনী বালটে সাহেব জলসার কার্যক্রম শুনেছেন। তিনি বলেন, আমি আজ পর্যন্ত কখনো এমন অনুষ্ঠান দেখি নি যেখানে লোকেরা তাদের নেতার কথা এত ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে শোনে, আর আন্তর্জাতিক বয়আ'তের দৃশ্য খুবই চমৎকার ছিল। তিনি কেবল আন্তর্জাতিক বয়আ'তের দৃশ্য দেখেছিলেন, যেখানে সমগ্র জামা'ত এক হাতে ঐক্যবদ্ধ ছিল। এই দৃশ্য দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আহমদীয়া জামা'ত তাদের খলীফার পরিপূর্ণ আনুগত্য করে আর এটিই তাদের উন্নতির রহস্য। আর প্রকৃতপক্ষে আহমদীয়া জামা'ত একটি সত্য জামা'ত এবং আপনারা সত্যের পথে পরিচালিত।

ম্যাক্সিকো থেকে সুরাইয়া গোমেয সাহেবা বলেন, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসার বিভিন্ন বক্তৃতা শোনার সুযোগ হয়েছে। সমাপনী ভাষণ সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর ছিল, যাতে নারীদের বিভিন্ন অধিকার এবং কীভাবে বাড়ির পরিবেশ সুন্দর করা যায় তা বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো এমন ইসলামী শিক্ষামালা যার ওপর আমি স্বয়ং আমার জীবনে অনুশীলন করার চেষ্টা করব। এছাড়া বয়আ'তের অনুষ্ঠান দেখে গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। এমন এক অবস্থা বিরাজ করছিল যা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না কিন্তু আমি খুবই আনন্দ এবং প্রশান্তি অনুভব করছিলাম।

গিনি বিসাও- এর একজন নবাগতা মহিলা বলেন, তিনি একজন অ-আহমদী মহিলা জেবুন্নেসাকে জলসা দেখার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বলেন, জলসার তিন দিনের সকল অনুষ্ঠান বিশেষভাবে আপনার সকল বক্তৃতা শোনেন। আর শেষ দিন সেই অ-আহমদী মহিলা মসজিদে ঘোষণা করেন, জামাতে আহমদীয়া সম্পর্কে আমার অনেক আপত্তি ছিল কিন্তু আপনাদের খলীফার বিভিন্ন ভাষণ শুনে আমার সকল আপত্তি দূর হয়ে গেছে আর আমি আহমদীয়াতে যোগদানের ঘোষণা দিচ্ছি। আর আমি আমার পুত্রকেও আহমদীয়া জামা'তের জন্য উৎসর্গ করছি।

গিনি বিসাও- এর এক গ্রামের মহিলা কামবা কিটা সাহেবা যুক্তরাজ্যের জলসার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক বয়আ'তের কথা শুনে মু য়াল্লিম সাহে বের কাছে বিস্তারিত জানতে চান। মুয়াল্লিম সাহেব বয়আ'তের দশটি শর্ত সম্পর্কে বলেন। এরপর এই মহিলা বয়আ'ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, বয়আ'তের প্রতিটি বাক্য পুনরাবৃত্তি করেন এবং সমাপনী ভাষণও শোনেন। পরিশেষে (তিনি) বলেন, আমি তো আহমদীয়াত তখনই গ্রহণ করেছিলাম যখন আন্তর্জাতিক বয়আ'ত হয়েছিল। কিন্তু এখন এই ভাষণের পর ঘোষণা দিতে চাই, বর্তমানে কেউ যদি উম্মতে মুসলেমাকে রক্ষা করতে পারে তাহলে তা একমাত্র আহমদীয়া খিলাফতই (পারে)। এছাড়া আজ আমি আহমদীয়া জামা'তে যোগদানের ঘোষণা দিচ্ছি আর আমার সন্তানদেরকেও আহমদীয়াত গ্রহণের উপদেশ দিবো, কেননা আহমদীয়াতই সত্যিকার ইসলাম।

কঙ্গো ব্রাজভিলের মুবাল্লি গ লিখেন, এখানে বিভিন্ন জামাতে সমবেতভাবে জলসার সকল সম্প্রচার এমটিএ আফ্রিকার মাধ্যমে সরাসরি দেখার সুযোগ হয়েছে। যেসব বক্তব্য ছিল তাতে অনেক মানুষ প্রভাবিত হয়েছেন আর এসব বক্তব্য এবং জলসার কার্যক্রম শোনার ফলে আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় এদিনগুলোতে ২৩জন বয়আ'ত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

কঙ্গো ব্রাজভিল থেকে মিস্টার মম্বোরা বিন জীলী সাহেব, তিনি খ্রিস্টধর্মের অনুসারী, জলসায় তাকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি দু'দিন জলসার কার্যক্রম বা অনুষ্ঠানশোনেন। তিনি বলেন, গত দু 'দিন থেকে আমি এখানে হুকুল্লাহ্, হুকুকুল ইবাদ (তথা আল্লাহ্ ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার), তাক্বওয়া ও এস্তেগফার সম্পর্কে আলোচনা শুনছি যা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হচ্ছে। এছাড়া আমি আমার নিজের মাঝে এক ধরণের (পবিত্র) পরিবর্তন অনুভব করছি অথচ গীর্জায় জাদুটোনা ও প্রেতাত্মা তাড়ানো ছাড়া তাদেরকে আর কিছুই বলা হয় না। আমি আপনাদের জামা'তে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কেননা এখানেই আমি আত্মিক প্রশান্তি লাভ করেছি। অতএব, তিনি বয়আ'ত করে জামা'তভুক্ত হয়েছেন।

বুরকিনাফাসোর একজন নওমুসলিম বন্ধু মীসে বীসা সাহেব বলেন, এটি আমার খলীফাতুল মসীহ্ (আই.)-কে সরাসরি দেখার প্রথম অভিজ্ঞতা। আমি সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার মাথায় সর্বদা এই প্রশ্নের উদ্রেক হতো যে, জগদ্বাসীর অবশ্যই একজন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। এখন এখানে আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের দেখে সেই ঐক্য দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এজন্য আমি তাদের সাথে আহমদীয়া মসজিদে নামায পড়তে আরম্ভ করি। আজ আমি যুক্তরাজ্যের বার্ষি ক জলসা ও আন্তর্জাতিক বয়আ'তে অংশগ্রহণ করেছি যাতে সকল আহমদী এমটিএ-এর মাধ্যমে যুক্ত ছিল। এসব কিছু স্বচক্ষে দেখার পর আমি আশ্বস্ত হয়ে গেছি আর সেকথা যা আমি সর্বদা চিন্তা করতাম যে, সবাই যেন এক হাতে ঐক্যবদ্ধ হয় তাও আমি (পূর্ণ হতে) দেখেছি। আমার এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি, এজন্য আজ আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করার ঘোষণা দিচ্ছি। এছাড়া আমি আমার পরিবারকেও খিলাফতের পদাঙ্ক অনুসরণের উপদেশ দিব।

শ্রীলঙ্কা থেকে একজনের আহমদীয়াত গ্রহণ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেন, স্থানীয় জামা'তে সমবেতভাবে জলসা শোনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দেশের বিদ্যমান পরিস্থি তির কারণে কলম্বোর জামা'তী সেন্টারে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ভীষণ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ৮৫জন আহমদী ও অ-আহমদী জলসা ও আন্তর্জাতিক বয়আ'তের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় দু'জন বয়আ'ত করে জামা'তভুক্ত হয়েছেন। অনুরূপভাবে সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে নিগম্বো, পিসিয়ালা ও পোলনরোয়ায় জামা'তের সদস্যরা সমবেতভাবে জলসায় যোগদান করেন। এছাড়া সবগুলো অনুষ্ঠানই তামিল ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানের ফলে ৪জনের আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য হয়।

আলবেনিয়া সম্পর্কে রিপোর্ট হলো, সেখানে ইউটিউবে (সে দেশের ভাষায়) সরাসরিঅনুবাদ সম্প্রচারিত হচ্ছিল যা আলবেনিয়া, কসোভো, মেসিডোনিয়া, জার্মানি প্রভৃতি দেশে(বসবাসরত) আলবানিয়ানরা শুনছিলেন। একজন আলবেনীয় মুসলমান যেরে তবলীগ বন্ধু আলবার্ট সাহেব যুক্তরাজ্যের বার্ষি ক জলসার সমাপনী অধিবেশনে প্র থমবারের মত অংশগ্রহণ করেন। জলসা শেষ হওয়ার পর বলেন, খলীফাতুল মসীহ্র ভাষণ পবিত্র কুরআনের আয়াত, মহানবী (সা.) জীবনচরিত এবং যুক্তিপ্রমাণে সমৃদ্ধ কিন্তু একেবারেই সহজ ও সরল ভাষায় ছিল। যারা নারীদের বিভিন্ন অধিকারের বিষয়ে আপত্তি করে তাদের সকল প্রশ্নের উত্তরও আজ তিনি তাঁর বক্তৃতায় দিয়ে দিয়েছেন। ফিরে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই পুনরায় তার ফোন আসে আর তিনি আহমদীয়া জামা'ত ও জলসার ব্যাপারে তার আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি বলেন, আহমদীয়া জামা'তই প্রকৃত ইসলাম। বয়আ'তের শর্ত াবলীর উল্লেখ করা হলে আলবেনিয়ান ভাষায় অনূদিত জামাতের একটি পুস্তকের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, এতে বয়আ'তের দশটি শর্ত লিপিবদ্ধ আছে আর আমি (তা) পাঠ করেছি, এখন আমি বয়আ'ত করার জন্য প্রস্তু ত। এতএব, তিনি (বয়আ'ত করে) আহমদীয়া জামা'তে যোগদান করেন।

যুগ খলীফার বাণী

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

কঙ্গো ব্রাজভিলের মুয়াল্লিম সাহেব লিখেন, ইউকোস্টিভী নামের এক মহিলার স্বামী পূর্বেই আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন আর তার বাসনা ছিল তার স্ত্রীও যেন আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তবলীগ করছিলেন সাথে দোয়াও করছিলেন। কিন্তু তার স্ত্রী চার্চ ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাকে বার্ষিক জলসা দেখার আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি তিন দিনই জলসার কার্যক্রম উপভোগ করেন। আর জলসার শেষ দিন সেই মহিলা বলেন, আমি তিন দিন থেকে আমাদের যাজক এবং আপনাদের খলীফার কথাবার্তার মধ্যে তুলনা করছিলাম। (এখন) আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, খলীফার কথায় অনেক ওজন রয়েছে আর তাঁর প্রত্যেকটি কথাই হৃদয়ে গেঁথে যাচ্ছিল। অপরদিকে পাদ্রীর কথা আমরা প্রতিদিনই শুনি, কিন্তু কখনোই এমন অনুভূ ত হয় নি যে, তার কথা আমাদের হৃদয়ে কোন প্রভাব ফেলছে। অতএব, বয়আ'ত করে (তিনি) জামা'তভুক্ত হন।

মানুষের এই কয়েকটি ঘটনা ছিল যা আমি উল্লেখ করলাম। জলসার সময় যেভাবে আপনারা জলসার কার্যক্রম চলাকালীন দেখেছেন, উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে অনেক বার্তা এসেছে। গোটা বিশ্বের বিভিন্ন রাজনীতিবিদ ও নেতৃ বৃন্দের কাছ থেকে মোট ১২৬টি বার্তা পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১০১টি ছিল ভিডিও বার্তা আর ২৫টি লিখিত বার্তা। সাংসদ ও মন্ত্রীদের বার্তাও ছিল। যুক্তরাজ্য ছাড়া অন্য যেসব দেশের লোকেরা বার্তা প্রেরণ করেছেন তার মধ্যে আমেরিকা, কানাডা, সিয়েরা লিওন, উগান্ডা, লাইবেরিয়া, নিউজিল্যান্ড, স্পেন ও হল্যান্ড অর্ন্তভুক্ত ছিল। ৫৩টি দেশে লাইভ স্ট্রিমিং-এর ব্যবস্থা ছিল। এর সাহায্যে ৫৩টি দেশের মানুষজন যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশগ্রহণ করেন– ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়াতে। এই ৫৩টি দেশের ৮০টি স্থানের মানুষজন (জলসায়) অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রেস এবং মিডিয়ায় কভারেজ : করোনার কারণে এবছর প্রচার মাধ্যমকে গণ আমন্ত্রণ জানানো হয় নি। কিন্তু দু'টি মিডিয়া আউটলেট বিশেষভাবে আবেদন করে (জলসায়) আসারঅনুমতি নেয়। কাজেই, তাদের অনুমতি দেওয়া হয়। প্রেস বিভাগের ধারণা ছিল, এবার কীভাবে আমরা বার্ষি ক জলসা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করবো– (বিষয়টি) খুবই চ্যালেঞ্জিং হবে? কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এমনভাবে ব্যবস্থা করেছেন যে, তিনি স্বয়ং কভারেজের উপায় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। দু 'টি প্রচার মাধ্যমের লোক এসেছিলেন। অর্থাৎ, বিবিসি এবং অন্য আরেকটি চ্যানেল। এছাড়া বিবিসি, আই টিভি, মেট্রো, এলবিসি, বিবিসি রেডিও সারে, বিবিসি সাউথ টুডে, বিবিসি নিউজ ওয়েব সাইট ইত্যাদি গণমাধ্যম খুব ফলাও করে প্রচার করেছে আর সেখান থেকে নিয়ে অন্যান্য মিডিয়াও প্রচার করেছে। এভাবে আঞ্চলিক পর্যায়েও ৮টি মিডিয়া আউটলেট জলসা কভার করেছে। এছাড়া ২৮টি ওয়েব সাইটে জলসার বরাতেসংবাদ অথবা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এসব ওয়েব সাইটের ভিজিটর বা দর্শনার্থীর সংখ্যা ২ কোটির অধিক। প্রিন্ট মিডিয়ার হিসেব নিলে দেখা যায়, (বিভিন্ন) পত্রপত্রিকায় জলসার বরাতে ১৪টি প্রবন্ধ প্র কাশিত হয়েছে। এসব পত্রপত্রিকার পাঠক সংখ্যা ১২ লক্ষ। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের ৩২টি অনুষ্ঠানে বার্ষিক জলসার সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। এসব টেলিভিশন চ্যানেলের দর্শ ক সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষের অধিক। বিভিন্ন রেডিও চ্যানেলের ৩৩টি অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসার উল্লেখ করা হয়েছে। এসব রেডিও চ্যানেলের শ্রোতার সংখ্যা ১০ লক্ষাধিক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোন কোন মিডিয়া আউটলেটের সাংবাদিকগণ এবং বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ জলসা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন বার্তা দিয়েছেন যেগুলো ১ কোটি ২০ লক্ষের অধিক মানুষের কাছে পৌঁছেছে। প্রেস এ্যান্ড মিডিয়া টিমও ভিডিও প্রস্তুত করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করেছেন, সেগুলো ২ লক্ষ ৩৪ হাজারের অধিক মানুষের কাছে পৌঁছেছে। সম্মিলিতভাবে এসব মাধ্যমে ৫৭.৫ মিলিয়ন বা ৫ কোটি ৭৫ লক্ষের অধিক মানুষের কাছে জলসার সংবাদ পৌঁছেছে।

যেহেতু সাংবাদিকদের আসার অনুমতি ছিল না, তাই প্রেস মিডিয়া টিম যুক্তরাজ্য জামা'তের তবলীগ বিভাগের সহায়তায় ৩২জন সাংবাদিককে লঙ্গর খানার খাবার প্রেরণ করে আর এর জন্যও তারা খুবই ইতিবাচক মন্তব্য করেন এবং প্রশংসা করেন। বিবিসি সাউথের প্রতিনিধি সাংবাদিক এডওয়ার্ড সল্ট বলেন, জলসায় আমি খুবই ভালো সময় কাটিয়েছি, অতিথিসেবার মান খুবই উন্নতমানের ছিল, বিভিন্ন বক্তব্য শুনেও অনেক ভালো লেগেছে। ভবিষ্যতেও আপনাদের সাথে কাজ করব। আরেকজন সাংবাদিক স্টেভী নীতা বলেন, আপনাদের জামা'তের উদারতা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। এক সাংবাদিক নাতাশা দেওভন বলেন, সব ধর্ম মূলত একই (শিক্ষা দেয়)। ভালো মানুষেরা– ধর্মকে লোকদের সমবেত করতে এবং দরিদ্রদের সাহায্য করতে ব্যবহার করে। অথচ মন্দ লোকেরা ধর্মকে মন্দ কাজের জন্য ব্যবহার করে আর বার্ষিক জলসা নিশ্চিতরূপে ভালো মানুষের দৃষ্টান্ত (বহন করে)।

এমটিএ'র পক্ষ থেকে বার্ষিক জলসার বরাতে ১৮৮৫টি পোস্ট, ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪০ লক্ষ মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে। ২ লক্ষ ১৩ হাজার মানুষ এসব পোস্ট লাইক করেছে, এতে মন্তব্য করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ১২৩৬টি ভিডিও আপলোড করা হয়েছে, এগুলো ২ লক্ষ ৩১ হাজার মানুষ দেখেছে। দর্শকদের দর্শনের মোট সময়ের হিসাব করলে ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ঘন্টা দাঁড়ায়। এমটিএ'র ওয়েব সাইট ২৪ হাজার মানুষ ৯২ হাজার বার ভিজিট করেছে। এমটিএ

আফ্রিকার রিপোর্ট হলো, ২০টি টেলিভিশন চ্যানেলে বার্ষিক জলসার অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি সরকারী চ্যানেল এবং কয়েকটি ব্যক্তিমালিকানাধীন চ্যানেল ছিল। কোন কোন চ্যানেল এমন ছিল যেগুলো গোটা দেশ জুড়ে দেখা হয়। এসব চ্যানেলের মধ্যে গাম্বিয়া ন্যাশনাল টিভি, সিয়েরা লিওন ন্যাশনাল টিভি, লাইবেরিয়া ন্যাশনাল টিভি এবং অনেক ব্যক্তি মালিকানাধীন টিভি চ্যানেল অন্তর্ভু ক্ত।

আন্তর্জাতিক বয়আ'তের অনুষ্ঠানও এতে প্রদর্শন করা হয়েছে। ২০টি টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে আমার ভাষণগুলো সম্প্রচার করা হয়েছে এবং সাড়ে তিন কোটি মানুষের কাছে তা পৌঁছেছে। জলসার সরাসরি সম্প্রচার ছাড়াও জলসা উপলক্ষ্যে নিউজ আইটেম প্রস্তুত করে সমগ্র আফ্রিকায় প্রেরণ করা হয়েছিল। অতএব, জলসার তিন দিনই ১৫টি চ্যানেল বার্ষিক জলসার বরাতে সংবাদ প্রচার করেছে। যাদের দর্শক সংখ্যা হলো দেড় কোটি।

রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স এর মাধ্যমেও যথেষ্ট প্রচার প্রচারণা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ইউটিউবের মাধ্যমে তাদের প্রচারণা হয়েছে। জলসা উপলক্ষ্যে ৪০টি প্রবন্ধ লিখা হয়েছে, ১২টি ভিডিও প্রস্তুত করা হয়েছে, ১১০ টির অধিক পোস্ট দেওয়া হয়েছে। (এভাবে) ৩ লক্ষের অধিক মানুষের কাছে বার্ষি ক জলসার সংবাদ পৌঁছেছে।

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জলসার অগণিত কল্যাণ রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দান করেছেন। যেমনটি আমি বলেছি, প্রাপ্ত বিভিন্ন ঘটনা ও অভিব্যক্তির মধ্য থেকে গুটিকতক উদাহরণ আমি উপস্থাপন করেছি। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীর ঈমান ও বিশ্বাসে উন্নতি দিন। আর জলসার এসব প্রভাব যেন চিরস্থায়ী হয় এবং সাময়িক না হয়।

নামাযের পর আমি কয়েকজনের (গায়েবানা) জানাযা পড়াবো; (সেই) প্রয়াত ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণ করছি। প্রথম স্মৃতিচারণ হচ্ছে, শ্রদ্ধেয়া নুসরত কুদরত সুলতানা সাহেবার, যিনি কানাডা নিবাসী জনাব কুদরতুল্লাহ্ আদনান সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি সম্প্রতি ৫৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। মরহুমা নামাযে নিয়মিত, তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত একজন পুণ্যবতী, নিষ্ঠাবতী ও ফিরিশ্তাতুল্য নারী ছিলেন। হাসপাতালে অবস্থানকালে এমন কোন ডাক্তার নেই যাকে তিনি তবলীগ করেন নি। একজন মুসলমানআরব ডাক্তারও ছিলেন যিনি নুসরত সাহেবার কাছে কুরআন শুনতে আসতেন আর তিনি তাকে সূরা ইয়াসীন পড়ে শোনাতেন। প্রত্যেক কথায় খিলাফতের উল্লেখ করতেন। খিলাফতের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। তার অনেক আত্মীয়-স্বজন অ-আহমদী সুন্নী মুসলমান। তাদের সবাইকে তিনি বার্তা পাঠিয়েছেন, তবলীগ করেছেন যে, আপনারাও যুগ ইমামের হাতে বয়আ'ত করে নিন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও তিন সন্তান রয়েছে। তার এক পুত্র রাযিউল্লাহ্ নো'মান জামেয়া আহমদীয়া কানাডার শিক্ষার্থী এবং (আরও) দুই সন্তান রয়েছে। অর্থাৎ তার এক ভাই ও এক বোন রয়েছে।তার স্বামী বলেন, আমার সহধর্মিণী একজন ওয়াক্ ফে যিন্দেগীর ন্যায় জীবন যাপন করেছেন। তার সকল শক্তি ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা সন্তানদের তরবীয়্যতের পেছনে ব্যয় করেছেন। খিলাফতের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল। তবলীগের প্রবল আগ্রহ ছিল। যেমনটি আমি বলেছি, নিজ সন্তানদের মাঝেও তিনি এই আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন এবং আমিও প্রত্যক্ষ করেছি যে, তার সকল সন্তানই তবলীগের প্রতি বিশেষ আগ্রহ রাখে, বরং অসাধারণ আগ্রহ রাখে, কোন সাধারণ আগ্রহ নয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সন্তানদের ওপর তার তরবীয়্যতের বিশেষ (প্রভাব) রয়েছে এবং পড়াশোনার প্রতিও তাদের আগ্রহ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা (তাদেরকে) যোগ্যতা দিয়েছেন আর তাদের মাধ্যমে বয়আ'তও হয়। যেমনটি আমি বলেছি, তার এক পুত্র রাযিউল্লাহ্ নো'মান জামেয়াতে আছে এবং অত্যন্ত ভালো কাজ করছে। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতেও তাকে

ও অন্য সন্তানদেরও নিঃস্বার্থভাবে ধর্ম সেবার সৌভাগ্য দিন এবং তাদের সবাইকে তাদের মায়ের দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন।তার ছেলে জারিউল্লাহ্ আদনান বলেন, (আমার) মা অত্যন্ত পুণ্যবতী, সৎকর্ম শীলা, খোদাভীরু ও আদর্শ আহমদী নারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। সন্তানদের তরবীয়্যতের প্রতি অনেক যত্নবান ছিলেন এবং সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তার মনোযোগ নিবদ্ধ থাকতো। এতীমদের বিশেষভাবে দেখাশোনা করতেন। শৈশব থেকেই খোদা তা'লার প্রতি (তার) অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। যখন এই রোগ ধরা পড়ে তখনও আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট ছিলেন; বরং আমাদেরকে বলতেন, তোমাদের মনোবল দৃঢ় হওয়া উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হওয়া উচিত। নিজের ডাক্তারদেরও বলতেন যে, জীবন-মৃত্যু কোন বড় বিষয় নয়, বরং প্রকৃত বিষয় হলো, মানুষ যেন তার জীবন এমনভাবে অতিবাহিত করে যে, প্র ত্যেকেই তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং সে নিজেও স্বীয় কর্মে সন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা, যার স্মৃতিচারণ করবো তিনি হলেন, মোহতরম চৌধুরী লতীফ আহমদ ঝুমট সাহেব। তিনিও সম্প্রতি ৭৯ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তার পরিবারে আহমদীয়াত প্রবেশ করেছে তার দাদা হিসাবরক্ষক হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ দ্বীন সাহেবের মাধ্যমে, যার নাম আঞ্জামে আথম পুস্তকে, রূহানী খাযায়েনের ১১তম খণ্ডে ৩২৫তম পৃষ্ঠায় ৩১৩ জন সাহাবীর নামের তালিকায়৩য় নম্বরে মিয়াঁ মুহাম্মদ দ্বীন পাটোয়ারী বালানী, জেলা গুজরাত হিসেবে উল্লে খ করা হয়েছে। চৌধুরী লতীফ ঝুমট সাহেব ১৯৬৬ সনে লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে গণিতে এমএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর তিনি শিক্ষা বিভাগের সাথে যুক্ত হন। ১৯৬৬-১৯৬৮ সন পর্যন্ত রাবওয়াহ্র 'তালীমুল ইসলাম' কলেজে প্রভাষক হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। অনুরূপভাবে তিনি ১৯৬৮-১৯৯৪ সন পর্যন্ত প্রায় ২৬ বছর সিয়েরা লিওনে শিক্ষা বিভাগে শিক্ষক এবং অধ্যক্ষ হিসেবে অতি উত্তমভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনিওয়াকেফে যিন্দেগী ছিলেন। আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে তিনি প্রায় ৫ বছর নায়েব ওকীলুল মাল সানী এবং ৭ বছর নায়েব ওকীলুল মাল সালেস হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, সিয়েরা লিওনে তিনি জামা'তের স্কুলে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেছেন। আর ১৯৭১ সালে তিনি যথারীতি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ১লা জানুয়ারি ২০০৭ সালে তিনি ওকীলুল মাল সালেস হিসেবে নিযুক্ত হন। এভাবে তার মোট সেবাকাল অর্ধ-শতাব্দীর অধিক হয়।

তার স্ত্রী রশীদা লতীফ সাহেবা বলেন, আমার স্বামী সিয়েরা লিওনে ছিলেন, বিয়ের পর আমি যখন সেখানে যাই তখন সেখানে যেতেই তিনি আমাকে উপদেশ দেন যে, একজন ওয়াক্ফে যিন্দেগীর জন্য এখানে এশিয়ার জিনিসপত্র ক্রয় করে খাওয়া অনেক কঠিন, ওয়াক্ফে যিন্দেগী এবং তার স্ত্রীর স্থানীয় খাবার খাওয়া উচিত। তাই তুমি স্থানীয় খাবার রান্না করা শিখে নাও, যার ফলে পরবর্তীতে আমাদের জন্য (জীবনযাত্রা) অনেক সহজ হয়ে যায়। অত্যন্ত সাদাসিধে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আমার অনেক দেখাশোনা করতেন। তার সহকর্মীরাও তার উত্তম আচরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেকেই তার প্রশংসা করে। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য দিন। তার এক পুত্র ও এক কন্যা রয়েছে। তার একটি সন্তান শৈশবেই মারা গিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও তার সৎকর্মগুলো ধরেরাখার তৌফিক দান করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ মিরপুর আযাদ কাশ্মীরের মিরাবড়কা নিবাসী মরহুম মোকাররম মুহাম্মদ আলম সাহেবের পুত্র মুশতাক আহমদ আলম সাহেবের। তিনি গত ১৯ জুলাই, ২০২২- এ ৬০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। আল্লাহ্ তা'লার কৃ পায় তিনি মূসী ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ফাতেমা বিবি সাহেবা ছাড়া, ছয় পুত্র ও দুই কন্যা রয়েছে। তার তিন পুত্র ও এক জামাতা কুরআনের হাফেয। তিন পুত্র মুরব্বী, তাদের মধ্যে একজন হাফেয মুসাওয়ের আহমদ মুযাম্মেল পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগালে(কর্মরত) আছেন। আর দ্বিতীয় ছেলে হাফেয আখলাক আহমদ এবং তৃতীয় পুত্র হলেনআব্দুল খালেক সাহেব যিনি প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করছেন। যাহোক, সেনেগালে তার যে পুত্র রয়েছেন তিনি জানাযার সময় উপস্থিত ছিলেন না। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন এবং মরহুমের প্রতি দয়াসুলভ আচরণ করুন। যেমনটি আমি বলেছি,নামাযের পর আমি তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

'যিকরে ইলাহী (আল্লাহ্র স্মরণ)'

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'প্রিয়তম ভাই ও বোনেরা, চিন্তা করে দেখ! মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ রাযিআল্লাহু আনহুম কী এইজন্য অবিশ্বাসীদের ওপর বিজয় লাভ করেছিলেন যে, তারা উন্নত মানের খাদ্য ও পানীয় সমৃদ্ধ এক বিলাসিতার জীবন যাপন করেছেন? অবশ্যই না। এটি পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থেও বলা ছিল যে, তারা রাতে নামাযে দণ্ডায়মান হবেন এবং দিনে প্রায়ই রোজা রাখবেন। তারা তাদের রাতগুলো খোদা তা'লার স্মরণে এবং ধ্যানে অতিবাহিত করবেন। এছাড়া আর কীভাবে তারা তাদের জীবন কাটিয়েছেন?'মহানবী (সা.) বলেন, "সেই গৃহের দৃষ্টান্ত যেখানে আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয় আর সেই গৃহের দৃষ্টান্ত যেখানে আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয় না, জীবিত এবং মৃত ব্যক্তির (মাঝে পার্থক্যের) ন্যায়।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "তুমি কতক ব্যক্তিকে দেখবে যে, তারা সুফিবাদী কাব্য-কবিতা শুনে আনন্দ উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, কোনো সাপ যদি বাঁশির সুরে মোহিত হয় তবে কী তুমি সেই সাপকে পবিত্র বলবে বা যদি কোন উট কোনো মোহনীয় কণ্ঠ শুনে মাদকাসক্তের মতো হয়ে যায় তবে কী তুমি সেই উটকে খোদাপ্রাপ্ত বলবে? সত্যবাদিতার পরম মার্গ যা খোদা তা'লার সন্তুষ্টির কারণ হয় তা এই যে, কেউ যেন তাঁর প্রতি সদা বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে।" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"একটা সময় ছিল যখন আমরা মনে করতাম যে, পবিত্র কুরআন মুসার লাঠির মত জীবিত, কিন্তু যখন আমরা বিষয়টিতে দ্বিতীয়বার মনোনিবেশ করলাম, তখন আমরা দেখলাম যে, এটি কেবল জীবিত নয়, বরং এর প্রতিটি শব্দের মধ্যে মসীহ্ী জীবন-দানকারী শক্তিও বিদ্যমান।"

সহীহ বুখারীতে এই হাদীসে কুদসীর উল্লেখ আছে, 'মহান আল্লাহ্ বলেন যে, নফল ইবাদতের ফলে আমার বান্দা আমার পরম নৈকট্য অর্জন করে। আমি তার কান হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে শুনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই যার দ্বারা সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে হাঁটে। সে যখন আমার কাছে দোয়া করে আমি তা কবুল করি। সে যখন আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে আশ্রয় দিই।'

হুযূর (আই.) বলেছেন, "আপনি কী নিজের ভালবাসার সন্তানকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করতে পারেন? আল্লাহ্ হলেন ভালবাসার পরম উৎস। তাহলে যারা তাঁকে ভালবাসে এবং যাদের প্রতিটি কথা আল্লাহ্র ভালবাসায় নিমজ্জিত তিনি কীভাবে তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন?"প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেন, "জামা'তের সদস্যদের নিরাশ হওয়া যাবে না। আমি বিশ্বাস করি- আল্লাহ্র সাহায্য এবং দয়া ছাড়া একজন তার হাতের আঙ্গুলও নাড়াতে পারবে না। কিন্তু মানুষের দায়িত্ব হল নিজ সাধ্যমতো সর্বাত্মক চেষ্টা করা। 'আল্লাহ্র কাছে এজন্য সাহায্য প্রার্থনা করা। 'আল্লাহ্র প্রতি কখনও নিরাশ হওয়া যাবে না। কারণ একজন মু'মিন কখনও হতাশাগ্রস্ত হয় না। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন

'আল্লাহ্র রহমত হতে নিরাশ হয়ো না, কারণ 'আল্লাহ্র রহমত হতে কাফের জাতি ব্যতীত কেউ আদৌ নিরাশ হয় না। (সূরা

ইউসুফ: ৮৮)।' অর্থাৎ কেবল কাফেররাই 'আল্লাহ্র রহমত হতে নিরাশ হতে পারে। হতাশা সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি সর্বশক্তিমান 'আল্লাহ্র প্রতি কুধারণা পোষণ করে সে-ই 'আল্লাহ্র ক্ষমার প্রতি নিরাশ হয়ে যায়।" আল্লাহ্র প্রতিষ্ঠাকৃত এই ঐশী জামা'ত কতইনা সুন্দর! খেলাফতের মাধ্যমে আল্লাহ্ সকল আহমদীর হৃদয়কে ভালবাসার মাধ্যমে একই বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। এর ফলে তারা একটি দেহে পরিণত হয়েছে। ঐশী অনুগ্রহ এবং খেলাফতের বরকতের কল্যাণে অতীতে ইসলামের উন্নতি হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে এবং আগামী বছরগুলোতেও এই উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্, আমীন।আমাদের হৃদয় হল একপ্রকার উর্বর মাটি। এখানে যা বপন করা হবে সে অনুযায়ী ফল পাওয়া যাবে। আমরা এখানে আমাদের পছন্দমতো বীজ বপন করতে পারি। কিন্তু আমাদের উচিৎ তাক্ওয়ার বীজ বপন করা। যেন এর ফলে খেলাফতের স্বর্গীয় আলোয় আমাদের হৃদয় আলোকিত হতে পারে। এটিই প্রশান্তি লাভের প্রকৃত পন্থা।আহমদী খলীফাগণের লক্ষ্য শুধু এটাই ছিল যে, খোদার সৃষ্টি শান্তি লাভ করুক এবং তাদের কষ্টের প্রতিকার হোক। তাদের ওপর চাপানো যুদ্ধসমূহের সমাপ্তি হোক এবং তারা শান্তি করুক।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, Murshidabad.**

তোমরা নিজ প্রভুর আনুগত্য করবে, নিজেদের আমীরদের অবাধ্যতা করবে না এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে নিজেদের একমাত্র উদ্দেশ্য জ্ঞান করবে।

আল্লাহ্ তা'লার অজস্র নিয়ামত, মানুষের কর্ম সেগুলির প্রতিদান হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের উপর অপার অনুগ্রহ করেছেন। অতএব তোমরা এ বিষয়ে অনেক বেশি প্রশংসা কর। তোমাদেরকে একবাক্যের উপর একত্রিত করা হয়েছে আর তোমাদের মাঝে মীমাংসা করানো হয়েছে, তোমাদেরকে ইসলামের হিদায়াত দান করা হয়েছে এবং শয়তানকে দুরে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদাবান সাহাবী এবং খলীফায়ে রাশেদ হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে বিদ্রোহী ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা।

নাসীর আহমদ সাহেব শহীদ ইবনে আব্দুল গানী (রাবোয়া)-এর শাহাদত বরণ এবং স্মৃতিচারণ।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৯ আগস্ট, , ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (১৯ আগস্ট, ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগের বিবরণ চলছিল আর তাঁ ার যুগের ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হচ্ছিল। তাঁর খিলাফতকালে সিরিয়ায় যেসব অভিযান পরিচালিত হয়েছে সে সম্পর্কে আজ বর্ণনা করা হবে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক(রা.) যখন বিদ্রোহী মুরতাদদের দমনকার্য শেষ করেন এবং আরব সুপ্র তিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন তিনি আগ্রাসী বহিঃশত্রুদের মধ্য থেকে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা ভাবেন,তারা আগ্রাসী জাতি ছিল এবং মুসলমানদের উত্যক্ত করতে থাকতো, কিন্তু তখন পর্যন্ত কাউকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন নি। সিরিয়ার সরকার, অর্থাৎ বর্তমানে যেটি সিরিয়া (নামে পরিচিত), সেটিকে রোম সামাজ্য বলা হতো। সেখানকার বাদশাহ্‌কে 'কায়সারে রোম' উপাধিতে সম্বোধন করা হতো।

তিনি (রা.) তখনও এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনায় রত ছিলেন, এরই মাঝে হযরত শারাহ্ বীল বিন হাসানা তাঁর সমীপে উপস্থিত হন এবং তাঁর নিকট বসে পড়েন আর বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর খলীফা! আপনি কি সিরিয়ায় সেনা অভিযান পরিচালনার কথা ভাবছেন? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হ্যাঁ, ইচ্ছা তো আছে, কিন্তু এখনও কাউকে অবহিত করিনি। তুমি এ প্র শ্ন কেন করেছো? হযরত শারাহ্‌বীল নিবেদন করেন, জ্বী হ্যাঁ, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খলীফা! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আপনি আপনার সঙ্গীদের নিয়ে দুর্গম পাহাড়ী পথ দিয়ে যাচ্ছেন। এরপর আপনি একটি উঁচু পর্বতশৃঙ্গে চড়েন আর মানুষের দিকে তাকান এবং আপনার সঙ্গীরাও আপনার সাথে রয়েছে। অতঃপর আপনি সেই চূড়া হতে অবতরণ করে একটি নরম, উর্বর ভূমিতে চলে আসেন, যেখানে ফসল, ঝরনা, জনপদ ও দুর্গ রয়েছে। আর আপনি মুসলমানদের বলেন, তোমরা মুশরেকদের ওপর আক্রমণ করো, আমি তোমাদেরকে বিজয় এবং গনিমতের সম্পদ লাভের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এতে মুসলমানরা আক্রমণ করে আর আমিও পতাকাসহ সেই সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমি একটি জনপদের দিকে গেলে সেখানকার অধিবাসীরা আমার কাছে নিরাপত্তা চায়। আমি তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করি। এরপর আমি যখন আপনার কাছে ফিরে আসি তখন আপনি এক সুবিশাল দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। আপনাকে বিজয় দান করা হয়। তারা আপনার কাছে সন্ধির প্র স্তাব প্রেরণ করে। অতঃপর আপনার জন্য একটি সিংহাসন রাখা হয়। আপনি তাতে বসে পড়েন। এরপর কেউ আপনাকে বলে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে বিজয় দান করেছেন এবং আপনার সাহায্য করেছেন, তাই আপনি আপনার প্রভু প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতা প্র কাশ করুন এবং তাঁর আনুগত্য করতে থাকুন। এরপর সেই ব্যক্তি এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে,

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ○ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ

أَفْوَاجًا ○ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ○

(সূরা নসর: ২-৪) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় যখন আসবে এবং তুমি দলে দলে মানুষকে আল্লাহ্‌র ধর্মে প্রবেশ করতে দেখবে তখন তুমি তোমার প্রভু -প্রতিপালকের প্রসংশাসহ তঁ ার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তাঁ র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি বার বার তওবা গ্রহণকারী। তিনি বলেন, এরপর আমি জাগ্রত হয়ে যাই। এটি একটি দীর্ঘ স্বপ্ন ছিল।

এই স্বপ্ন শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমার চোখ স্নিগ্ধতা লাভ করুক। তুমি ভালো স্বপ্ন দেখেছো আর ইনশাআল্লাহ্ ভালোই হবে। এরপর হযরত আবু বকর বলেন, এ স্ব প্নে তুমি বিজয়ের সু সংবাদ এবং আমার মৃত্যুর সংবাদও দিয়েছ। এ কথা বলতে গিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর চোখে অশ্রু নেমে আসে। তিনি (রা.) বলেন, বাকি রইল সেই পাথরময় এলাকা যার ওপর চলতে চলতে আমরা পাহাড়ের চূড়ায় আরোহন করেছিলাম এবং সেখান থেকে উঁকি দিয়ে নীচে লোকদের দেখেছিলাম- এর অর্থ হলো, এই সেনাদলের বিষয়েআমাদের কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে আর এই সেনা সদস্যদেরও সমস্যাবলী সহ্যকরতে হবে। এরপর পুনরায় আমরা বিজয় ও দৃঢ়তা লাভ করব। আর পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে উর্বর ভূমির দিকে যাওয়ার যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, তো এর ব্যাখ্যা হলো, অর্থাৎ যেখানে সবুজ-শ্যামল ও সতেজ ফসল, ঝরনা, জনপদ এবং দুর্গ ছিল- এর অর্থ হলো, আমরা পূর্বের চেয়ে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করব যাতে সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য থাকবে। আর আমরা পূর্বের তুলনায় অধিক উর্বর ভূমি লাভ করব। আর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আমার এই নির্দেশ প্রদানের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে যে, শত্রুদের ওপর আক্রমণ করো, আমি বিজয় এবং গনিমতের সম্পদ লাভের নিশ্চয়তা প্রদান করছি- এর অর্থ হলো মুসলমানদেরকে আমার (পক্ষ থেকে) মুশরেকদের দেশে প্রেরণ করা এবং তাদেরকে জিহাদের জন্য অনুপ্রাণিত করা। আর সেই পতাকার যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে যা তোমার কাছে ছিল, যেটি নিয়ে তুমি সেই জনপদসমূহের মধ্য থেকে একটি জনপদে গিয়েছিলে এবং তাতে প্রবেশ করেছিলে আর সেখানকার লোকেরা তোমার নিকট নিরাপত্তা চেয়েছিল এবং তুমি তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছিলে- এর অর্থ হলো, তুমি সেই এলাকা জয় করা আমীরদের একজন হবে এবং আল্লাহ্ তা'লা তোমার হাতে বিজয় প্রদান করবেন। বাকি থাকলো সেই দুর্গ যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য বিজয় করিয়েছেন- এর দ্বারা সেই এলাকা বুঝানো হচ্ছে যেটিকে আল্লাহ্ তা'লা আমার জন্য জয় করবেন। আর সেই সিংহাসনের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে যেখানে তুমি আমাকে বসা অবস্থায় দেখেছ- এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সম্মান এবং উন্নতিতে ভূষিত করবেন আর মুশরিকদের লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন। আর সেই ব্যক্তির যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে যে আমাকে সৎকর্ম ও আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছে এবং আমার সামনে সূরা নসর তিলাওয়াত করেছে- এভাবে সে আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করেছে।

এই সূরা যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তখন তিনি জেনে গিয়েছিলেন যে, এই সূরায় তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হচ্ছে।

(আল ইকতিফা বিমা তাযমিনাহু মিন মাগাযি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১০৯-১১০) (তারিখে দামাস্ক আল কাবীর, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ: ৪৪) (মারদানে আরব, ১ম খণ্ড,প্রণেতা-আল্লামা আব্দুস সাত্তার হামদানি, পৃ: ১০৮-১০৯)

হযরত আবু বকর (রা.) তার স্বপ্নের এই ব্যাখ্যাই করেছিলেন।

যাহোক, হযরত আবু বকর (রা.) যখন সিরিয়া বিজয়ের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার সংকল্প করেন তখন তিনি পরামর্শের জন্য হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.), হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.), হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.) এবং বদরী সাহাবীদের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠ মুহাজের ও আনসারসহ অন্যান্য সাহাবীদের ডাকেন। উক্ত সাহাবীরা যখন তার সমীপে উপস্থিত হন তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতরাজি অগণিত। কর্ম তার প্র তিদান হতে পারে না। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার অনেক বেশি গুণকীর্তন করো যে, তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তোমাদেরকে এক কলেমায় ঐক্যবদ্ধ করেছেন আর তোমাদের মাঝে সন্ধি করিয়েছেন। তোমাদেরকে ইসলামের হেদায়েত দিয়েছেন এবং শয়তানকে তোমাদের কাছ থেকে দূর করেছেন।

এখন তোমাদের শিরকে লিপ্ত হওয়ার এবং খোদা ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য বানানোর কোনো আশা শয়তানের নেই। আজ গোটা আরব এক জাতি, যারা একই পিতামাতার সন্তান। আমার ইচ্ছাহলো, রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমি তাদেরকে সিরিয়া প্রেরণ করব। তাদের মধ্য থেকে যারা মারা যাবে তারা হবে শহীদ। আল্লাহ্ তা'লা সৎকর্মশীলদের জন্য সর্বোত্তম প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন। আর তাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা ইসলামের প্রতিরক্ষায় জীবিত থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে মুজাহিদদের পুরস্কার ও প্রতিদান পাবার যোগ্য হবে। এটি হলো আমার মতামত। এখন আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ মত অনুযায়ী পরামর্শ প্রদান করুন। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের কাছ থেকে পরামর্শ আহ্বান করেন।

তখন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি স্বীয় সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে চান আশিস ও কল্যাণে ভূষিত করেন।

আল্লাহ্র কসম! কল্যাণের যে শাখায়-ই আমরা আপনার চেয়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছি আপনি সেই ক্ষেত্রে সর্বদা আমাদের চেয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ ও কৃপা, তিনি যাকে চান (তা) দান করেন।

আল্লাহর কসম! আমি আপনার সাথে এ উদ্দেশ্যেই সাক্ষাৎকরতে চাচ্ছিলাম যা আপনি এইমাত্র বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় এটিই ছিল যে, আমি আপনাকে এ কথাটি বলতে পারিনি আর আপনি নিজেই তা উল্লেখ করে দিয়েছেন। নিশ্চিতরূপে আপনার সিদ্ধান্ত ই সঠিক। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে সঠিক পথেরজ্ঞান প্রদান করেছেন।

অতঃপর হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ, হযরত উসমান বিন আফ্ফান, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত সা'দ, হযরত আবু উবায়দা, হযরত সাঈদ বিন যায়েদ, হযরত আলী ও উপস্থিত অন্য সকল আনসার ও মুহাজের সদস্যগণ তার সিদ্ধান্তে সমর্থন প্রদান করে নিবেদন করেন, আমরা আপনার নির্দেশও মান্য করব এবং আনুগত্যও করব। আমরা আপনার নির্দেশ অমান্য করব না এবং আপনার আহ্বানে সাড়া দিব। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.) জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানের জন্য পুনরায় দণ্ডায়মান হন এবং আল্লাহ্ তা'লার প্র শংসা ও গুণকীর্তন করেন, যা তাঁর প্রাপ্য এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করে বলেন, হে লোকসকল! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে ইসলামের নেয়ামত দান করে তোমাদের প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। তোমাদেরকে জিহাদের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। তোমাদেরকে ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। অতএব হে আল্লাহ্র বান্দারা! সিরিয়ায় রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। এখন আমি তোমাদের আমীর নির্ধারণ করতে যাচ্ছি আর তাদেরকে তোমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করতে যাচ্ছি।

তোমরা নিজ প্রভুর আনুগত্য করবে, নিজেদের আমীরদের অবাধ্যতা করবে না এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে নিজেদের একমাত্র উদ্দেশ্য জ্ঞান করবে। অভ্যাস ও চারিত্রিক দিক থেকে সর্বোত্তম হওয়ার চেষ্টা করবে। আর খাবার-দাবার নিয়ন্ত্রণে রাখবে। আল্লাহ্ তা'লা পরহেজগার ও অনুগ্রহকারীদের সঙ্গী হয়ে থাকেন।

হযরত আবু বকর (রা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে নির্দেশ প্রদান করলে তিনি জনসম্মুখে ঘোষণা করেন যে, হে লোকসকল! তোমাদের রোমান শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা কর এবং (এ যুদ্ধে) মুসলমানদের আমীর হবেন হযরত খালেদ বিন সাঈদ।

(আল ইকতিফা বিমা তাযমিনাহু মিন মাগাযি, ২য় খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ: ১১০-১১৪)

সিরিয়া বিজয়ের উদ্দেশ্যে হযরত আবু বকর (রা.) সর্বাগ্রে হযরত খালেদ বিন সাঈদকে প্রেরণ করেন। সুতরাং একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আবু বকর যখন হজ্জকরে মদিনায় ফিরে আসেন তখন ১৩ হিজরী সনে তিনি হযরত খালেদ বিন সাঈদকে একটি সেনাদলসহ সিরিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। অথচ কতিপয় ব্যক্তির ভাষ্য হলো, হযরত আবু বকর (রা.) যখন হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদকে ইরাক অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন ঠিক সেসময়ই হযরত খালেদ বিন সাঈদকে সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। সুতরাং সিরিয়া বিজয়ের জন্য সর্বপ্র থম যে পতাকা উড্ডীন করা হয়েছিল তা ছিল হযরত খালেদ বিন সাঈদের।

এছাড়া অন্য একটি রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত আবু বকর (রা.) যখন মুরতাদদের বিরুদ্ধে এগারোটি সৈন্যদল প্রস্তুত করে প্রে রণ করেছিলেন সেসময়ই তিনি হযরত খালেদ বিন সাঈদকে সিরিয়ার (দিকে) সীমান্ত সমূহের সুরক্ষা করার জন্য ত্যায়মাযাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন আর এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, নিজ অবস্থান থেকে সরবে না। আশেপাশের লোকদের তোমার সাথে একত্রিত হবার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে আরশুধুমাত্র তাদেরকে (সেনাদলে) ভর্তি করবে যারা মুরতাদ হয়নি। আর কেবল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। যতক্ষণ না আমার পক্ষ থেকে ভিন্ন নির্দেশ প্রদান করা হয়। ত্যায়মা হলো সিরিয়া ও মদিনার মধ্যবর্তী একটি বিখ্যাত শহর।

হযরত আবু বকর (রা.) রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মদিনাবাসীদের পাশাপাশি অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদেরও প্রস্তুত করা আরম্ভ করেন এবং তাদেরকে জিহাদে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। সুতরাং তিনি ইয়েমেনবাসীদের প্রতিও একটি পত্র লিখেন যার বিষয়বস্তু হলো এই যে,রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর খলীফার পক্ষ থেকে ইয়েমেনবাসীদের মধ্য থেকে মুমিন ও মুসলমান প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি। যার কাছে-ই এ পত্র পাঠ করা হবে তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি তোমাদের সম্মুখে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা কীর্তণ করছি যিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন উপাস্য নেই। আল্ল াহ্ তা'লা মুসলমানদের জন্য জিহাদকে আবশ্যক করেছেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা এর জন্য স্ব ল্প প্রস্তুতি অথবা পূর্ণ প্রস্তু তি নিয়ে বের হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ (সূরা তওবা: ৪১) অর্থাৎ আর তোমরা আল্লাহ্র পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ও নিজেদের প্রাণ দিয়ে জিহাদ করো। অতএব, জিহাদ অপরিহার্য দায়িত্ব এবং আল্লাহ্র সমীপে এর মহাপ্রতিদান রয়েছে। আর আমরা মুসলমানদেরকে সিরিয়ায় রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছি। তাদের সংকল্প উত্তম আর মর্যাদা উন্নত। অতএব, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! স্বীয় প্রভুর (পক্ষ থেকে নির্ধারিত) ফরয এবং তাঁর নবীর সুন্নত এবং উভয়ের মধ্যে একটি পুণ্য অর্জনের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হও, অর্থাৎ, শাহাদত অথবা বিজয় ও গনিমতের সম্পদ। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদের কর্মহীন কথায় সন্তুষ্ট হন না এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ ত্যাগ করলেও সন্তুষ্ট হন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সত্য গ্রহণ করে এবং পবিত্র কুরআনের আদেশ মেনে নেয়। আল্লাহ্ তোমাদের ধর্মের সুরক্ষা করুন এবং তোমাদের হৃদয়কে হেদায়েত দিন আর তোমাদের কর্মসমূহকে পবিত্র করুন এবং তোমাদেরকে ধৈর্যশীল সংগ্রামীদের ন্যায় প্রতিদান দিন।

হযরত আবু বকর (রা.) এই পত্র হযরত আনাস বিন মালেকের হাতে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি ইয়েমেন পৌঁছি এবং প্রত্যেক পাড়া-মহল্লা এবং প্রত্যেক গোত্রের মাধ্যমে (কাজ) আরম্ভ করি। আমি তাদের সামনে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পত্র পাঠ করতাম আর পত্র পাঠ শেষ করে বলতাম, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রসূল। আমি মহানবী (সা.)-এর খলীফা এবং মুসলমানদের

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

বার্তাবাহক। মন দিয়ে শোন! আমি মুসলমানদের এমন অবস্থায় রেখে এসেছি যে, তারা একটি সেনাদল হিসেবে সমবেত আছে। তাদের স্বীয় শত্রু অভিমুখে যাত্রা করার ক্ষেত্রে কেবল তোমাদের অপেক্ষা, অর্থাৎ (তোমাদের) মদিনায় আসার অপেক্ষা আটকে রেখেছে। অতএব তোমরা অতি দ্রুত নিজ ভাইদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করো। হে মুসলমানরা! আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণা করুন।

(আল ইকতিফা বিমা তাযমিনাহু মিন মাগাযি, ২য় খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ: ১১৫-১১৬)

হযরত আনাস (রা.) মদিনায় ফেরত যান এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে লোকজনের আগমনের সুসংবাদ দিয়ে নিবেদন করেন, ইয়েমেনের সাহসী, বীর এবং অশ্বারোহীরা এলোমেলো চুল ও ধূলিমলিন অবস্থায় আপনার কাছে পৌঁছতে যাচ্ছে। তারা তাদের সহায়-সম্পদ এবং স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে যাত্রা করেছে।

(সৈয়্যদানা হযরত আবু বাকার সিদ্দীক শখসিয়্যত অউর কারনামে, প্রণেতা- ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবি, পৃ: ৪৩৯)

অপরদিকে হযরত খালেদ বিন সাঈদ ত্যায়মা পৌঁছে সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন এবং চতুর্দিকের বহু দল এসে তার সাথে যোগদান করে। রোমানরা মুসলমানদের এই বিশাল সেনাবাহিনী সম্পর্কে অবগত হলে তারা তাদের প্রভাবাধীন আরবদের কাছে সিরিয়ার যুদ্ধের জন্য সৈন্য তলব করে।

হযরত খালেদ বিন সাঈদ হযরত আবু বকর (রা.)-কে রোমানদের এই প্রস্তু তি সম্পর্কে লিখেন। হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে লিখেন, তোমরা অগ্রসর হও এবং তিল পরিমাণ বিচলিত হবে না আর আল্লাহ্র কাছে সাহয্য প্রার্থনা করো। তখন হযরত খালেদ বিন সাঈদ (রা.) রোমানদের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন, কিন্তু তিনি তাদের নিকটবতী হলে তারা এদিক-ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং নিজেদের স্থান ত্যাগ করে। হযরত খালেদ বিন সাঈদ সেই স্থান করায়ত্ত করেন এবং তার আশেপাশে যারা সমবেত ছিল তাদের অধিকাংশই মুসলমান হয়ে যায়। হযরত খালেদ বিন সাঈদ হযরত আবু বকর (রা.)-কে এ সম্পর্কে অবগত করেন। (উত্তরে) হযরত আবু বকর (রা.) লিখেন, তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হও, কিন্তু এত বেশি অগ্রসর হয়ে যেও না যাতে পেছন থেকে শত্রুরা আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে যায়। হযরত খালেদ বিন সাঈদ সেসব লোককে নিয়ে যাত্রা করেন এবং একটি স্থানে শিবির স্থাপন করেন। সেখানে বাহান নামের একজন রোমান পাদরি তাদের মোকাবিলা করতে আসে। হযরত খালেদ বিন সাঈদ (রা.) তাকে পরাজিত করেন এবং তার সৈন্যদের মধ্য হতে অনেককে হত্যা করেন। বাহান পালিয়ে গিয়ে দামেস্কে আশ্রয় নেয়। হযরত খালেদবিন সাঈদ হযরত আবু বকর (রা.)-কে এ সম্পর্কে অবগত করে আরও সাহায্যকারী দল চেয়ে পাঠান। তখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে সিরিয়ার যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ইয়েমেন থেকে প্রাথমিকভাবে রওয়ানা হয়ে আসা লোকজন উপস্থিত ছিল। এছাড়া মক্কা ও ইয়েমেনের মধ্যবতী লোকেরাও এসেছিল। তাদের মাঝে হযরত যুল ক্বিলা-ও ছিলেন। এছাড়া হযরত ইকরামা-ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে ফিরে এসেছিলেন, যার সাথে কতিপয় অঞ্চলের আরও লোকজনও ছিল। তাদের সবারসম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.) সদকা বা যাকাত সংগ্রাহক আমীরদের লিখেন, যারা বদলী হতে চায় তাদেরকে বদলী করে দাও; তখন সবাই বদলী হতে চায়। তখন তাদের সবাইকে পরিবর্তন করে একটি নতুন সেনাদল গঠন করা হয়। এজন্য এই সৈন্যবাহিনী 'জায়শুল বিদাল' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই সৈন্যদল হযরত খালেদ বিন সাঈদের কাছে পৌঁছে যায়। এরপরও হযরত আবু বকর (রা.) লোকজনকে সিরিয়ার যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ওয়ালীদ বিন উকবা (রা.)-কে হযরত খালেদ বিন সাঈদের কাছে সিরিয়ায় গমন করার নির্দেশ দেন। খালেদ বিন সাঈদের কাছে পৌঁছলে তিনি তাকে বলেন, মদিনাবাসীরা তাদের ভাইদের সাহায্যের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে আর হযরত আবু বকর (রা.) সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করছেন। একথা শুনে হযরত খালেদ বিন সাঈদের আনন্দের সীমা রইল না। আর তিনি এই ধারণায় যে, রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয়ের গৌরব তারই অংশে আসুক, হযরত ওয়ালীদ বিন উকবাকে সাথে নিয়ে রোমানদের বিশাল সৈন্যদলের ওপর আক্রমণ করতে চাইলেন যার নেতৃত্ব দিচ্ছিল তাদের সেনাপতি বাহান।

(আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড,পৃ: ২৫২,২৫৩) (তারিখু তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩২) সৈয়্যদানা হযরত আবু বাকার সিদ্দীক

অর্থাৎ হযরত খালেদ বিন সাঈদ রোমান সৈন্যবাহিনীর ওপর আক্রমণ করার সময় হযরত আবু বকর (রা.)-এর এই নির্দেশনাকে উপেক্ষা করেন যে, তুমি এত বেশি সামনে চলে যেও না যাতে শত্রুরা পেছন দিক থেকে আক্রমণ করার সুযোগ পাবে। যাহোক, তিনি তার পশ্চাৎভাগের নিরাপত্তার বিষয়ে উদাসীন হয়ে পড়েন এবং অন্য আমীরদের সেখানে পৌঁছানোর পূর্বে ই রোমানদের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে দেন। বাহান তার সঙ্গীদের নিয়ে তার সামনে থেকে সরে গিয়ে দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়। বাহানের পিছপা হওয়া মূলত একটি কৌশল ছিল। সে মুসলমানদেরকে ঘেরাও করে পেছন দিক দিয়ে তাদের ওপরআক্রমণ করতে চাচ্ছিল। এই শঙ্কা সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.) (পূর্বে ই) তাদের সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু বিজয়ের নেশা হযরত খালেদ বিন সাঈদকে যুগ-খলীফার উক্ত সতর্কবাণী সম্পর্কে উদাসীন করে দেয় আর সম্মুখে অগ্রসর হতে প্ররোচিত করে। হযরত খালেদ বিন সাঈদ শত্রুবাহিনীর আরও ভেতরে প্রবেশ করতে থাকেন। তখন তার সাথে হযরত ওয়ালীদ বিন উকবা ছাড়া হযরত যুল ক্বিলা এবং হযরত ইকরামাও ছিলেন। সেখানে হযরত খালেদবিন সাঈদকে বাহানের সেনাবাহিনী একযোগে অবরুদ্ধ করে নেয় আর তাদের পথ আটকে দেয়, (কিন্তু) হযরত খালেদ তা জানতেও পারেন নি। এরপর বাহান সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং একস্থানে হযরত খালেদের পুত্র সাঈদকে কিছু লোকের সাথে পানির সন্ধানে রত অবস্থায় পেয়ে যায় এবং তাদের সবাইকে হত্যা করে। হযরত খালেদ বিন সাঈদ যখন তা জানতে পারেন অর্থাৎ, তার পুত্র এবং তার সঙ্গীদের হত্যার বা শহীদ হওয়ার সংবাদ পান, তখন একদল আরোহী সহ সেখান থেকে পালিয়ে যান। অর্থাৎ মোকাবিলা করার পরিবর্তে তাদের ফেলে সেখান থেকে চলে যান। তার পরে (তার) অনেক সাথীও ঘোড়া এবং উটে আরোহণ করে নিজেদের সৈন্যদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। খালেদ পরাজিত হয়ে যুল মারওয়াহ্ (নামক স্থান) পর্যন্ত পৌঁছে যান কিন্তু হযরত ইকরামা (রা.) নিজ অবস্থান থেকে সরেন নি , বরং মুসলমানদের সাহায্য করতে থাকেন। যুল মারওয়াহ্ মক্কা ও মদিনার মাঝে মদিনা থেকে প্রায় ৯৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান। যাহোক, হযরত ইকরামা (রা.) বাহান এবং তার সৈন্যদেরকে হযরত খালেদের পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত রাখেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন এ সংবাদ পান তখন তিনি হযরত খালেদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং (তাকে) মদিনায় প্রবেশের অনুমতি দেন নি। যদিও পরবতীতে যখন তিনি মদিনায় প্রবেশের অনুমতি লাভ করেন তখন তিনি আবু বকর (রা.)-এর কাছে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় ভাগ, পৃ: ৩৩৩,৩৩৪)(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- হ্যায়কাল, পৃ: ৩৪১) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ৫৬, ২৬৯)

হযরত খালেদ বিন সাঈদের এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) -এর দৃঢ়তা এবং উদ্যমে আদৌ কোন ভাটা পড়ে নি। তিনি যখন এ সংবাদ পান যে, হযরত ইকরামা এবং হযরত যুল ক্বিলা মুসলমান সেনাদলকে রোমানদের খপ্পর থেকে রক্ষা করে সিরিয়ার সীমান্তে ফিরিয়ে এনেছেন আর সেখানে সাহায্যের প্রতীক্ষা করছেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এক মুহূর্ত নষ্ট না করে সাহায্যকারী বাহিনী প্রেরণের আয়োজন আরম্ভ করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এ লক্ষ্যে চারটি বড় সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে তাদেরকে সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল অভিমুখে প্রেরণ করেন। এর বিশদ বিবরণ এভাবে পাওয়া যায় যে, প্রথম সেনাবাহিনীটি ছিল ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানের। তিনি ছিলেন হযরত মুআবিয়ার ভাই এবং আবু সুফিয়ানের বংশের সর্বোত্তম ব্যক্তি। সাহায্যকারী দল হিসেবে প্রেরিত সেই চারটি সেনাদলের মাঝে এটি ছিল প্রথম সেনাদল যা সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে উক্ত সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করেন। তার দায়িত্ব ছিল দামেস্ক পৌঁছে তা জয় করে নেওয়া এবং প্রয়োজনের সময় বাকি তিনটি দলকে সাহায্য করা। প্র থমদিকে এই সেনাদলের সদস্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) আরও সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণ করেন যার ফলে তাদের সংখ্যা প্রায় সাত হাজারে উপনীত হয়। হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানের এই সেনাদলে মক্কার লোকদের মাঝে সুহায়েল বিন আমর এবং তার ন্যায় পদমর্যাদার অধিকারী আরও লোকও অন্তর্ভুক্ত ছিল। অজ্ঞতার যুগে সুহায়েল বিন আমর কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং বিচক্ষণ সর্দারদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে সন্ধিচুক্তির সময় তিনি মক্কার কাফেরদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি মুসলমান হয়েছিলেন।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়্যত অউর কারনামে, প্রণেতা- আলি মহম্মদ সালাবি, পৃ: ৪৪১) (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড,পৃ: ৩৩৩) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড,পৃ: ৫৮৫)

হযরত আবু বকর (রা.) যখন হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানের জন্য পতাকা বাঁধেন তখন রাবিআ বিন আমরকে ডাকেন এবং তার জন্যও একটি পতাকা বাঁধেন আর তাকে বলেন যে, তুমি ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানের সাথে যাবে। তার অবাধ্যতা ও বিরোধিতা করবে না। এরপর তিনি (রা.)

হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে বলেন, যদি তুমি তোমার সম্মুখ সেনাদলের তত্ত্বাবধান রাবিআ বিন আমরের হাতে সোপর্দ করা সঙ্গত মনে করো তবে অবশ্যই তুমি তা করবে। (কেননা) তাকে আরবদের সর্বোত্তম অশ্বারোহী এবং তোমাদের জাতির শান্তি স্থাপনকারীদের মাঝে গণ্য করা হয় আর আমিও আশা রখি যে, তিনি আল্লাহ্ তা'লার পুণ্যবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। তখন হযরত ইয়াযিদ নিবেদন করেন যে, তার বিষয়ে আপনার সুধারণা এবং তার বিষয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে তার প্রতি ভালোবাসাকে আরও বৃদ্ধি করেছে। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) তার পাশাপাশি পায়ে হাঁটা আরম্ভ করলে হযরত ইয়াযিদ বলেন, হে খলীফাতুর রসূল (সা.)! হয় আপনিও বাহনে উঠুন, নতুবা আমাকে অনুমতি দিন যেন আমিও আপনার সাথে পায়ে হাঁটা আরম্ভ করি, কেননা আমি অপছন্দ করি যে, নিজে আরোহিত থাকব আর আপনি পায়ে হাঁটবেন। এতে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, না আমি বাহনে চড়ব আর না তুমি বাহন থেকে নীচে নামবে। আমি আমার পদযুগলকে আল্লাহ্র পথে অগ্রসরমান বলে মনে করি।

এরপর তিনি হযরত ইয়াযিদকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, হে ইয়াযিদ! আমি তোমাকে আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বনের, তাঁর আনুগত্য করার, তাঁর (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগের এবং তাঁকে সদা ভয় করার ওসিয়্যত করছি। শত্রুর সাথে যখন তোমার সম্মুখ লড়াই হবে এবং আল্লাহ্ তোমাকে বিজয় দান করবেন তখন তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এবং 'মুসলা' করবে না, অর্থাৎ নিহত ব্যক্তিদের চেহারা বিকৃত করবে না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না, ভীরুতা প্রদর্শন করবে না, কোনো শিশুকে হত্যা করবে না, কোনো বৃদ্ধকে এবং কোনো মহিলাকে হত্যা করবে না, কোনো খেজুর গাছ পোড়াবে না এবং তা ধ্বংস ও নষ্ট করবে না আর কোনো ফলদায়ী বৃক্ষ কাটবে না। খাওয়ার উদ্দেশ্য বৈ কোনো পশু জবাই করবে না। [অর্থাৎ অযথা পশু জবাই কিংবা হত্যা করবে না।] আর তুমি এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাবে যারা আল্লাহ্র খাতিরে নিজেদেরকে গির্জাসমূহে উৎসর্গ করে রেখেছে। তাই তোমরা তাদেরকে এবং সেই জিনিসকে যার জন্য তারা নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে– ছেড়ে দিবে। [অর্থাৎ যারা রাহেব বা গির্জার পাদরি, তাদেরকে কিছুই বলবে না] আর তোমরা এমন কিছু লোকও পাবে, শয়তান যাদের মাথার চুল মাঝ থেকে মুণ্ডন করে রেখেছে। তাদের মাথার মাঝের অংশ এমন থাকবে যেমনটি তিতির পাখি ডিম দেওয়ার জন্য মাটিতে গর্ত খুঁড়ে। এক রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ এই শব্দ রয়েছে যে, এমন লোকদের সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে যারা নিজেদের মাথার চুল মাঝ থেকে মুণ্ডন করে রাখে আর চতুর্দিক থেকে পট্টি বা ব্যান্ডেজের ন্যায় চুল ছেড়ে রাখে। অতএব তুমি তাদের মাথার (চুল) মুণ্ডিত অংশে তরবারি দ্বারা আঘাত করবে। এই লোকদেরকে হত্যা করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। বলা হয় যে, তারা খ্রিষ্টানদের এমন একটি দল ছিল যারা রাহেব (অর্থাৎ খ্রিষ্টান ধর্মযাজক) ছিল না, কিন্তু ধমীয় নেতা ছিল যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উস্কানি দিতে থাকতো এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণও করতো। এজন্য হযরত আবু বকর (রা.) যদিও একথা বলেছেন যে, যারা ধর্মযাজক এবং গির্জার অভ্যন্তরে আছে, তাদেরকে কিছু বলবে না, কিন্তু এমন লোকেরা এবং তাদের অনুসারীরা যারা যুদ্ধের জন্য উস্কানি দেয় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়, তাদের সাথে অবশ্যই যুদ্ধ করবে, কেননা তারা নিজেরাও যোদ্ধা এবং অন্যদেরকেও যুদ্ধের জন্য উস্কানি দেয়। তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে যে পর্যন্ত না তারা ইসলাম গ্রহণ করে অথবা অনন্যোপায় হয়ে জিযিয়া (যুদ্ধকর) প্রদান করে।

যে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলদেরসাহায্য করে, আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য হতে তাকে সাহায্য করেন আর আমি তোমাদেরকে সালাম জানাচ্ছি ও আল্লাহ্ তা'লার হাতে সমর্পণ করছি।

(আল ইকতিফা বিমা তাযমিনাহু মিন মাগাযি, ২য় খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ: ১১৭-১১৮) (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪৬)

অপর এক রেওয়ায়াতে এগুলো ছাড়া আরও দিকনির্দেশনার উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব লেখা আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে বলেন, আমি তোমাকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছি যাতে আমি তোমার পরীক্ষা করি, তোমাকে যাচাই করি এবং তোমাকে বহির্বিশ্বে প্রেরণ করে তোমার তরবিয়ত করি। যদি তুমি তোমার দায়িত্বসমূহ সুন্দর ও সুচারুরূপে পালন কর তাহলে তোমাকে পুনরায় তোমার দায়িত্বে নিযুক্ত করব এবং তোমাকে আরও পদোন্নতি দিব। আর তুমি যদি [তোমার দায়িত্বে] অবহেলা কর তাহলে তোমাকে পদচ্যুত করব। আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বনকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও। তিনি তোমার অভ্যন্তরকে সেভাবেই দেখতে পান যেভাবে তিনি তোমার বাহ্যিক অবয়ব দেখেন। তিনি বলেন, মানুষের মাঝে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার অধিক নিকটবর্তী যেআল্লাহ্র সাথে বন্ধুত্বের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি পালন করে এবং মানুষের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তি যে নিজ আমলের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি তাঁর নৈকট্য অর্জন করে। আমি খালেদ বিন সাঈদ-এর স্থলে তোমাকে নিযুক্ত করেছি। অজ্ঞতাপ্রসূত বিদ্বেষ থেকে আত্মরক্ষা করবে। আল্লাহ্র কাছে এসব বিষয় এবং এমন কর্ম সম্পাদনকারী অত্যন্ত অপছন্দনীয়। তুমি যখন তোমার সেনাদলের নিকট পৌঁছবে তখন তাদের সাথে ভালোব্যবহার করবে। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে এবং তাদেরকে উত্তম বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দিবে আর তাদেরকে যখন হিতোপদেশ দিবে তখন তা সংক্ষিপ্তভাবে দিবে কেননা অনেক বেশি কথা বিভিন্ন বিষয় বিস্মৃত করে দেয়। তুমি নিজ আত্মা পরিশুদ্ধ রাখবে। তোমার কারণে অন্যরাও সংশোধিত হয়ে যাবে। [অর্থাৎ নেতা যদি নিজেকে সৎ রাখে তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের সংশোধন হয়ে যায়]। আর নামায যথাসময়ে পূর্ণ রুকু ও সেজদার মাধ্যমে আদায় করবে। এতে পূর্ণ রূপে খোদাভীতি ও আত্মবিগলন অবলম্বন করবে। আর শত্রুপক্ষের কোনদূত যখন তোমাদের কাছে আসবে তখন তাকে সম্মান প্রদর্শন করবে। [অর্থাৎ দূত আসলে তার সম্মান করতে হবে] তাদেরকে খুব স্বল্প সময় অবস্থান করতে দিবে এবং তারা যেন তোমার সেনাবাহিনী থেকে দ্রুত বের হয়ে যায় যাতে করে তারা এই সেনাবাহিনী সম্পর্কে কিছু জানতে না পারে। [এটিও প্রজ্ঞা যে, কোন দূত আসলে তাকে যতটা সম্ভব কম সময় অবস্থান করতে দাও আর দ্রুত তাকে বিদায় করে দাও]। আর নিজেদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত হতে দিবে না পাছে তারা তোমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে জেনে যাবে এবং তোমাদের বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত হয়ে যাবে। তাদেরকে নিজ সেনাদলের ভিড়ের মাঝে রাখবে এবং আপন লোকদেরকে তাদের সাথে কথা বলা থেকে বিরত রাখবে। তুমি নিজে যখন তাদের সাথে কথা বলবে তখন নিজের গোপন বিষয়াদি প্রকাশ করবে না, অন্যথায় তোমাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। যখন তুমি কারো কাছে পরামর্শ চাইবে তখন সত্য বলবে তাহলে তুমি সঠিক পরামর্শ পাবে। পরামর্শদাতার নিকট নিজেদের বিষয় গোপন করবে না, অন্যথায় তোমার কারণেই তোমার ক্ষতি হবে।

[এটিও একটি নীতি যে, যার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে হবে, তাকে প্রত্যেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ও জানাতে হয় যাতে সে সঠিক পরামর্শ দিতে পারে আর ক্ষতির পরিমাণ নূন্যতম হয়।]

রাতের বেলা নিজ বন্ধুদের সাথে কথা বলবে তাহলে তুমি অনেক বিষয়ের সংবাদ পাবে আর রাতে সংবাদ সংগ্রহ কর তাহলে গোপন বিষয়াদি তোমার কাছে প্রকাশিত হবে। নিরাপত্তা বাহিনীতে বেশি সদস্য রাখবে এবং তাদেরকে নিজ সেনাবাহিনীতে ছড়িয়ে দিবে আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে না বলেই হঠাৎ তাদেরছাউনি পরিদর্শন করবে। যাকে নিজ নিরাপত্তাক্ষেত্রে উদাসীন পাবে তাকে ভালোভাবে সতর্ক করবে এবং শাস্তি প্রদানের সময় বাড়াবাড়ি করবে না। রাতে তাদের (প্রহরার) পালা নির্ধারণ করে দিবে। প্রথম রাতের (প্রহারার) সময় শেষ রাতের চেয়ে দীর্ঘ রাখবে, কেননা দিবসের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে এই সময়ের পালা সহজ হয়ে থাকে। অর্থাৎ রাতের প্র থমাংশের ডিউটি দীর্ঘ রাখবে, কেননা এ অংশে জাগ্রত থাকা সহজ আর শেষ রাতের পালা বা ডিউটির সময় কিছুটা কম রাখবে। যে শাস্তিযোগ্য তাকে শাস্তি প্রদানে ভয় পাবে না। এ ক্ষেত্রে নম্রতা প্রদর্শন করবে না। শাস্তি দানে ত্বরা করবে না এবং এটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষাও করবে না। এরপর তিনি বলেন, নিজ বাহিনী থেকে উদাসীন থেকো না তাহলে তারা নষ্ট হয়ে যাবে আর তাদের ব্যাপারে গয়েন্দাগিরী করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করো না। তাদের গোপন কথা মানুষের কাছে বলবে না। তাদের বাহ্যিকতাকেই যথেষ্ট মনে করবে, আজেবাজে লোকদের সাথে বসবে না। সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত লোকদের সাথে বসবে। শত্রুর সাথে লড়াইয়ের সময় অবিচল থাকবে। কাপুরুষ হবে না নতুবা অন্যরাও কাপুরুষ হয়ে যাবে। গনিমতের সম্পদের ক্ষেত্রে খিয়ানত পরিহার করো, এটি দারিদ্রে র নিকটবর্তী করে আর বিজয় ও ঐশী সাহায্যকে বাধাগ্রস্ত করে। তুমি এমন লোকদের দেখতে পাবে যারা গির্জায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে রেখেছে। অতএব তুমি তাদেরকে এবং যে কাজের জন্য তারা নিজেদেরকে ব্যস্ত রেখেছে সেটিকে উপেক্ষা করো।

(আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৩-২৫৪)

এটি একটি পূর্ণাঙ্গ পথনির্দেশনা যা প্রত্যেক নেতার জন্য, কর্মকর্তার জন্য কাজ করারও আমল করার ক্ষেত্রে খুবই জরুরী। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইয়াযিদের হাত ধরে তাকে বিদায় জানিয়ে বলেন, তুমি প্রথম ব্যক্তি যাকে আমি মুসলমানদের সম্মানিত ব্যক্তিদের আমীর নিযুক্ত করেছি, যারা নিম্ন শ্রেণির লোকও নয়, দুর্বলও নয় আর অথর্বও নয় আর ধমীয় কট্টর লোকও নয়।

অতএব, তুমি তাদের সাথে উত্তম আচরণ করো। তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করো। আপন কৃপার হাত তাদের জন্য প্রসারিত রেখো। গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো। সদাচরণ করো। আল্লাহ্ তোমার জন্য তোমার সঙ্গীদের সদাচারী বানিয়ে দিন আর (তিনি বলেন) খিলাফতের দায়িত্ব পালনে আমাদের সাহায্য করুন। এরপর হযরত ইয়াযিদ তার বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

হযরত আবু বকর (রা.) প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় ফজর ও আসরের নামাযের পর এই দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছ। আমরা কিছুই ছিলাম না। তুমি নিজ সন্নিধান হতে দয়া ও কৃপা করত আমাদের প্রতি এক রসূল অবতীর্ণ করেছ। এরপর তুমি আমাদেরকে হেদায়েত দান করেছ, যখন কিনা আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম। আর তুমি আমাদের হৃদয়ে ঈমানের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করেছ, যখন কিনা আমরা কাফের ছিলাম। আমরা সংখ্যায় নগন্য ছিলাম, তুমি আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছ। আমরা বিভক্ত ছিলাম, তুমি আমাদেরঐক্যবদ্ধ করেছ। আমরা দুর্বল ছিলাম, তুমি আমাদেরকে শক্তি দান করেছ। অতঃপর তুমি আমাদের জন্য জিহাদকে আবশ্যক করেছ, আর আমাদেরকে মুশরেকরদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছ যতক্ষণ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর স্বীকারোক্তি দেয়া অথবানিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় না থাকে। অর্থাৎ, হয় তারা মুসলমান হবে, আর যদি মুসলমান না হয় তাহলে জিযিয়া প্রদান করবে। হে আল্লাহ! আমরাতোমার এমন শত্রুর সাথে জিহাদ করার বিনিময়ে তোমার সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষী যারা তোমার সাথে শরীক করে এবং তোমাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য উপাস্যের ইবাদত করে। হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। সীমা লঙ্ঘনকারীরা যা বলে তা থেকে তোমার মর্যাদা অতি উচ্চ। হে আল্লাহ! নিজ মুশরেক শত্রুদের বিপরীতে তোমার মুসলমান বান্দাদের সাহায্য করো। হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে সহজ বিজয় দান করো এবং তাদের সর্বাত্মক সাহায্য করো। এদের মধ্যে যাদের সাহস কম তাদেরকে সাহসী বানিয়ে দাও এবং তাদেরকে অবিচলতা দাও আর তাদের শত্রুদের (মনোবল) চ্যুত করে দাও এবং তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করো আর তাদেরকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দাও। তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করো। তাদের ফসলাদি ধ্বংস করে দাও। আর আমাদেরকে তাদের ক্ষেতখামার, তাদের ঘর-বাড়ি, তাদের ধন-সম্পদ এবং নিদর্শনাবলীর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দাও। আর তুমি স্বয়ং আমাদের অভিভাবক ও আমাদের প্রতি অনুগ্রহকারী হয়ে যাও। আমাদের সমস্যাদির সমাধান করে দাও। তোমার কৃপারাজির ভাগিদার হওয়ার জন্য আমাদেরকে কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করো। তুমি আমাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু 'মিন নারীদের এবং মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদেরও ক্ষমা করে দাও। তাদের মাঝে যারা জীবিত তাদেরকেও এবং যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকেও (ক্ষমা করে দাও)। আল্লাহ্ আমাদের ও তোমাদের সবাইকে ইহ ও পরকালে সত্যের ওপর দৃঢ়তার সাথে দণ্ডায়মান করুন। নিশ্চয় তিনি মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও বার বার কৃপাকারী।

(আল ইকতিফা বিমা তাযমিনাহু মিন মাগাযি রসুল, ২য় খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ: ১১৮-১১৯)

দ্বিতীয় সেনাদল শারাহবিল বিন হাসানার ছিল। হযরত শারাহবিল বিন হাসানার পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন মুতা' এবং মাতার নাম ছিল হাসানা। তার ডাকনাম আবু আব্দুল্লাহ্ ছিল। হযরত শারাহবিলের পিতা তার শৈশবেই মৃত্যু বরণ করেছিলেন আর তিনি তার মাতা হাসানার নামে শারাহবিল বিন হাসানা নামে পরিচিত হন। হযরত শারাহবিল প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। খিলাফতে রাশেদার যুগে তিনি প্রখ্যাত সেনাপতিদের একজন ছিলেন। আঠারো হিজরী সনে ৬৭ (ষাতষট্টি) বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬১৯-৬২০)

হযরত শারাহবিল বিন হাসানাকে প্রেরণের জন্য হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানের যাত্রার তিন দিন পরের তারিখ নির্ধারণ করেন। তৃতীয় দিন যখন অতিবাহিত হয়ে যায় তখন তিনি হযরত শারাহবিলকে বিদায় জানিয়ে বলেন, হে শারাহবিল! আমি ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে যে উপদেশ দিয়েছি সেটা কি তুমি শোন নি? তিনি নিবেদন করেন, কেন নয়? আমি শুনেছি। অর্থাৎ যে উপদেশ আমি পূর্বে পড়ে শুনিয়েছি। এতে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি তোমাকে একই উপদেশ প্রদান করছি এবং সেসব বিষয়েরও উপদেশ দিচ্ছি যেগুলো ইয়াযিদকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

আমি তোমাকে যথাসময়ে নামায পড়ার ওসীয়্যত করছি। আর যুদ্ধের দিন অবিচল থাকার (ওসীয়্যত করছি) যতক্ষণ না তুমি জয়লাভ করবে অথবা শহীদ হয়ে যাবে। আর রোগীদের শুশ্রূষা করতে এবং জানাযায় অংশগ্রহণ করতে ও সর্বাবস্থায় অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র যিকর তথা স্মরণ করার ওসীয়্যত করছি। আবু সুফিয়ান তাকে বলেন, ইয়াযিদ এসব গুণের ওপর পূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত এবং সিরিয়া যাবার পূর্ব থেকেই তিনি এগুলোর ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এখন তিনি এগুলোকে আরও গুরুত্ব দিবেন ইনশাআল্লাহ্। হযরত শারাহবিল উত্তরে বলেন, আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, আল্লাহ্ যা চাইবেন তা-ই হবে। এরপর হযরত আবু বকর (রা.)-কে বিদায় জানিয়ে নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। হযরত শারাহবিলের সেনাবাহিনীর সংখ্যা তিন থেকে চার হাজার ছিল। তাকে এই আদেশ দেওয়া হয় যে, তাবুক এবং বলকা যান। এরপর বুসরার দিকে যাবেন এবং এটাই যেন শেষ গন্তব্য হয়। বু সরা সিরিয়ার একটি প্রাচীন এবং বিখ্যাত শহর। হযরত শারাহবিল বলকার দিকে রওয়ানা হন। কোন উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হয় নি। বলকাও সিরিয়ার অঞ্চলে অবস্থিত। তার সেনাবাহিনী হযরত আবু উবায়দা ি বন জাররাহ (রা.)-এর বামে এবং আমর বিন আস (রা.)-এর ডানে চলতে চলতে বলকা পেঁ ৗছে আর ভেতরে প্রবেশ করে এবং বুসরা পৌঁছে এর অবরোধ করে। কিন্তু বিজয় অর্জন করা সম্ভব হয় নি, কেননাএটি রোমানদের শক্তিশালী ও সুরক্ষিত কেন্দ্রগুলোর একটি ছিল।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়্যত অউর কারনামে, প্রণেতা-আলি মহম্মদ সালাবি, পৃ: ৪৪৬-৪৪৭) (আল ইকতিফা বিমা তাযমিনাহু মিন মাগাযি রসুল, ২য় খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ: ১২০) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ৫৮, ৬১)

তৃতীয় সেনাবাহিনী হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)-এর ছিল। হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্র নাম ছিল আমের বিন আব্দুল্লাহ্। তার পিতার নাম আব্দুল্লাহ্ বিন জাররাহ্ ছিল। হযরত আবু উবায়দা নিজ ডাকনামেই বেশি পরিচিত। যদিও তার বংশ পরিচয়কে তার দাদা জাররাহ্-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। তিনি সেই দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন,যাদেরকে আশারায়ে মুবাশ্বেরা বলা হয়। আঠারো হিজরীতে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তখনতার বয়স ছিল ৫৮ বছর।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় ভাগ, পৃ: ৪৭৫) (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২৬) (ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৩)

হযরত আবু বকর (রা.) তৃতীয় যে সেনাবাহিনী সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণ করেন,যেমনটি আমি বলেছি এই সেনাবাহিনীর আমীর ছিলেন হযরত আবু উবায়দা। তাকে হিমসের দিকে প্রেরণ করা হয়েছিল। হিম্সও দামেস্কের নিকট অবস্থিত সিরিয়ার একটি প্রাচীন শহর আর এটি বড় শহর ছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৭ হাজার। কিন্তু অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুসারে তার সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩ থেকে ৪ হাজার। হযরত আবু উবায়দা (রা.) পথ দিয়ে যাওয়ার সময় বলকার একটি জনবসতি মাআবের পাশ দিয়ে যচ্ছিলেন। এটি কোন শহর ছিল না, বরং তাবুর একটি জনবসতি ছিল। সেখানকার লোকদের সাথে তার যুদ্ধ হয়, কিন্তু পরে তারা তার কাছে সন্ধির আবেদন জানালে তিনি (রা.) তাদের সাথে সন্ধি করে নেন। এটি ছিল সিরিয়া অঞ্চলে হওয়া সর্বপ্রথম সন্ধি।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৩, ৩৪১) সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- সালাবী, পৃ: ৪৪৭)

হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সাথে কায়েস বিন হুবায়রাকেও পাঠিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তার সম্পর্কে আবু উবায়দাকে ওসীয়্যত করে বলেন, তোমাদের সাথে আরবের অশ্বারোহীদের মধ্য থেকে মহা মর্যাদার অধিকারী এক ব্যক্তি রয়েছে। আমি মনেকরি না যে, জিহাদের বিষয়ে তার চেয়ে অধিক নেক নিয়তের কেউ আছে। তার মতামত, পরামর্শ ও রণশক্তি হতে মুসলমানরা অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। তাকে নিজের কাছাকাছিরাখবে এবং তার সাথে নম্রতা ও সম্মানপূর্ণ আচরণ করবে আর তাকে এটি উপলব্ধি করাবে যে, তোমরা তার প্রতি অমুখাপেক্ষী নও। এর ফলে তোমরা তার কাছ থেকে সহানুভূতি লাভ করতে থাকবে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তার চেষ্টাপ্রচেষ্টা তোমাদের সাথে থাকবে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) সেখান থেকে চলে গেলে হযরত আবু বকর (রা.) কায়েস বিন হুবায়রাকে ডেকে বলেন, আমি তোমাকে উম্মতের আমীন আবু উবায়দার সাথে প্রে রণ করছি। তার সাথে অন্যায় করা হলে এর বিপরীতে তিনি অন্যায় করেন না, আর তার সাথে মন্দ আচরণ করা হলে তিনি ক্ষমা করে দেন এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হলে তিনি তা জোড়া লাগাতে সচেষ্ট হন। মু'মিনদের প্রতি তিনি খুবই দয়ালু , কিন্তু কাফেরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর। তুমি তার আদেশ অমান্য করবে না আর তিনি তোমাকে কল্যাণেরই আদেশ দিবেন। আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তিনি তোমার কথা শুনেন। কাজেই আল্লাহ্র

তাকওয়া অবলম্বন করে তুমি তাকে পরামর্শ দিবে। আমি শুনে এসেছি যে, তুমি অংশীবাদিতা ও অজ্ঞতার যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে অভিজ্ঞ (একজন) সর্দার ছিলে। অথচ অজ্ঞতার যুগে কেবল পাপ ও কুফর পাওয়া যেত। অতএব তুমি তোমার শক্তি ও বীরত্বকে মুসলমান হিসেবে কাফের এবং সেসব লোকের বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর যারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক বানিয়েছে। এর মাঝে আল্লাহ্ তা'লা তোমার জন্য মহান প্রতিদান এবং মুসলমানদের জন্য সম্মান ও বিজয় রেখেছেন। এই উপদেশ শুনে কায়েস বিন হুবায়রা নিবেদন করেন, আপনি যদি জীবিত থাকেন আর আমিও যদি জীবিত থাকি তাহলে আমার সম্পর্কে আপনি মুসলমানদের সুরক্ষা এবং মুশরেকদের বিরুদ্ধে জিহাদের এমন সব সংবাদ পাবেন যা আপনার পছন্দ হবে এবং আপনাকে আনন্দিত করবে। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আপনার মতো মানুষই এমনটি করতে পারে। পরে আবু বকর (রা.) যখন জাবিয়াতে দুজন সেনাপতির বিরুদ্ধে তার সম্মুখযুদ্ধ এবং তাদের দুজনকেই হত্যা করার সংবাদ পান তখন তিনি (রা.) বলেন, কায়েস সত্য করে দেখিয়েছে আর নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।

(তারিখ দামাস্ক আল কাবীর, লি ইবনে আসাকির, ভাগ-৫২, পৃ: ৩৩৬-৩৩৭)

আরও আলোচনা বাকি রয়েছে যা ভবিষ্যতে চলতে থাকবে। এখন আমি একজন শহীদেরও স্মৃতিচরণ করতে চাই। তিনি হলেন আমাদের একজন শহীদ নাসীর আহমদ সাহেব, যিনি আব্দুল গনী সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি রাবওয়ার পূর্ব দারুর্ রহমত মহল্লায় বসবাস করতেন। গত ১২ আগস্ট তারিখে এক আহমদীয়াত বিরোধী ছুরিকাঘাতে তাকে শহীদ করে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন ।

বিবরণ অনুসারে নাসীর আহমদ সাহেব বাসষ্ট্যান্ডে তার সংবাদপ ত্র বিক্রেতা এক বন্ধুর কাছে বসেছিলেন। এমন সময় এক ধর্মীয় উগ্রবাদী হাফেয শেহ্‌জাদ হাসান সেখানে এসে তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি আহমদী? উত্তরে তিনি বলেন, আমি আহমদীয়া জামা'তের সদস্য। একথা শুনতেই সেই ব্যক্তি তাকে জামা'ত বিরোধী শ্লোগান দিতে বলে। কিন্তু (এমনটি করতে) তিনি অস্বীকৃতি জানালে সে তার ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে শ্লোগান দিতে দিতে নাসীর আহমদ সাহেবের ওপর আক্রমণ করে। সে একাধিক ছুরিকাঘাত করে এবং কয়েক সেকেন্ডের ভেতর এত বেশি ছুরিকাঘাত করে যে, তা প্রাণঘাতী সাব্যস্ত হয়।যাহোক, ছুরির একাধিক আঘাত সহ্য করতে না পেরে তিনি শহীদ হয়ে যান। শাহাদাতের সময় তার বয়স ছিল ৬২ বছর। ঘটনার পর ঘাতক তার জবানবন্দিতে বলেছে যে, আমি এই কাজের জন্য মোটেই অনুতপ্ত নই আর ভবিষ্যতেও সুযোগ পেলে এই কাজ করতে দ্বিধা করব না। এই পুরো ঘটনাটি মাত্র দুই-এক মিনিট, বরং বলা যায় এক মিনিটের ভেতরেই সংঘটিত হয়েছে। বলা হয়েছে, দুই বা আড়াই-তিন মিনিটের মধ্যেই তাকে হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় এটিই ছিল। তাই সেই আঘাতগুলোই প্রাণঘাতী সাব্যস্ত হয় এবং তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

শহীদ মরহুমের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা তার পিতামহ শিয়ালকোট জেলার রায়পুর নিবাসী জনাব ফিরোজ দীন সাহেবের মাধ্যমে হয়, যিনি ১৯৩৫ সনে দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভু ক্ত হয়েছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর তিনি আর পড়ালেখা করেননি এবং পৈত্রিক পেশা কৃষিজীবীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। এছাড়া তিনি কিছুদিন প্রবাসেও অতিবাহিত করেছেন। অর্থাৎ মালয়েশিয়া ও অন্যান্য দেশে চাকরি করতে থাকেন, এরপর পাকিস্তান চলে আসেন। ১০ বছর পূর্বে তিনি শিয়ালকোটের রায়পুর থেকে রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হন। ইদানীং অবসরে ছিলেন, কোন কাজ বা চাকরি করছিলেন না। হৃদরোগেও আক্রান্ত ছিলেন। বেশিরভাগ সময় তিনি গ্রাম পর্যায়ে জামা'তের কাজে অতিবাহিত করতেন। বর্তমানেও তিনি মজলিস আনসারুল্লাহ্‌তে মোন্তাযেম ইসার (অর্থাৎ মানবসেবা বিভাগ) ও অর্থ বিভাগের চাঁদা সংগ্রাহক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাচ্ছিলেন। অগণিত গুণের অধিকারী ছিলেন। পাড়ার সবার, বিশেষত এতীম ও দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। মসজিদ পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতিও বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। অত্যন্ত বিশ্বস্ত , পরিশ্রমী, মিশুক ও সাহসী মানুষ ছিলেন। পায়ে আঘাত লাগার কারণে ফ্র্যাকচার হয়ে গিয়েছিল, একারণে হাঁটা-চলার ক্ষেত্রেও কষ্ট হতো। কিন্তু তবুও রাতের বেলায়ও যদি জামা'তীভাবে কোন ডিউটি বা প্রহরা দেয়ার জন্য ডাকা হতো তাহলে উপস্থিত হয়ে যেতেন। খুতবা শোনার যথাযথ ব্যবস্থা রাখতেন, নামায আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নিতেন এবং (এ বিষয়ে) নিজ পাড়ায় খোঁজ-খবরও নিতেন। খিলাফতের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ছিল। ফজরের নামাযের পর এক ঘন্টা মোবাইল ফোনে তিলাওয়াত শোনা তার দৈনন্দিন অভ্যাস ছিল। প্রায় প্রতিদিনই দোয়া করার জন্য কবরস্থানে ও বেহেশতি মাকবেরাতেও যেতেন। মহল্লার প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, যখনই জামা'তের কাজের জন্য প্রয়োজন হতো, শহীদ মরহুম তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হতেন এবং কখনো এমন হয় নি যে, তিনি আসতে অস্বীকৃ তি জানিয়েছেন।

মরহুমের মেয়ে মুবারকা সাহেবা বলেন, শাহাদাতের কয়েকদিন পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেন, লোকজন ভিড় করে আছে এবং শোকাবহ একটি পরিবেশ বিরাজ করছে; এর ভিত্তিতে সদকাও দেয়া হয়। শহীদ মরহুম নিজেও কিছুদিন থেকে বারবার বলছিলেন যে, আমার মনে হচ্ছে, আমার হাতে আর বেশি সময় নেই।

তার সহধর্মিনী পারভীন আখতার সাহেবা ছাড়াও তার তিন কন্যা স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্য ও মনোবল দান করুন।

তার ভাই তানভীর আখতার সাহেব বলেন, বাহ্যিক শিক্ষাদীক্ষা ও জামা'তের বিষয়ে যদিও তার খুব একটা জ্ঞান ছিল না, কিন্তু শৈশব থেকেই জামা'তের জন্য প্রচণ্ড আত্মাভিমান ছিল এবং খিলাফতের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ছিল। একজন সাদা মনের মানুষ ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তি ছিলেন, অন্যদের আনন্দিত হতে দেখলে নিজেও আনন্দিত হতেন। লাহোর থেকে ঈদের সময় যখন বাড়ি আসতেন তখন অনেক খাবারদাবার নিয়ে আসতেন এবং সবসময় নিজের জন্য খুব ভালো নতু ন পোশাক সেলাই করিয়ে আনতেন আর কেবল ঈদের দিন পরার পর আমি যেহেতু ওয়াকফে জিন্দেগী ছিলাম, তাই সেই পোশাকটি আমাকে দিয়ে দিতেন এবং আমার পুরোনোটি নিজে নিয়ে নিতেন।তার ভাতিজা বলেন, সবসময় নিজের কাছে ফোন রাখতেন, কেননা জামা'তের যেকারো সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। ফোন সাথে না থাকলে যোগাযোগ কীভাবে হবে? রাতের বেলা ফোন আসলেও তৎক্ষণাৎ উঠে জামা'তের সেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন। সাহায্যের জন্য রাবওয়ার প্রান্তে প্রান্তে যেতে হলেও যেতেন। রক্তদানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন আর এভাবে তিনি অনেক মানুষের প্রাণ বঁ াচানোর কারণ হয়েছেন। তিনি কখনোই (তার) হৃদরোগের পরোয়া করেননি। তার কাছে অভাবীদের সাহায্য করা ছিল আবশ্যকীয় নৈতিক দায়িত্ব যা তার কাছে নিজ ব্যাধির চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আল্লাহ্ তা'লা শহীদ মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ স্থান দিন আর তার শোকসন্তপ্ত পরিবারেরও সুরক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হোন। এছাড়া তার সন্তানদেরও তার পুণ্য সমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন।

নামাযের পর আমি তার গায়েবানা জানাযাও পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দোয়া

'যারা এই লিল্লাহী জলসার উদ্দেশ্যে সফর করে, খোদা তাদের সহায় হোন, অসীম প্রতিদান দিন, তাদের ওপর দয়া পরবশ হোন, তাদের সকল সমস্যা ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটান, সকল দুঃখ-কষ্ট হতে তাদেরকে নিষ্কৃতি দান করুন, তাদের সমুদয় শুভ কামনা ও কার্য সিদ্ধির পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করে দিন এবং হাশরের দিন তাদেরকে খোদা তাঁর সেই সকল বান্দাদের সঙ্গে উত্থিত করুন যাদের ওপর তাঁর ফযল ও রহমত বর্ষিত হয়েছে এবং সফর সমাপ্তি পর্যন্ত তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের স্থলাভিষিক্ত হোন।

হে খোদা! মর্যাদাবান ও দানশীল এবং পরম দয়াবান ও সমস্যা সমাধানকারী খোদা! এ সব দোয়াই তুমি কবুল কর এবং আমাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর উজ্জ্বল ঐশী নিদর্শনাবলী সহকারে প্রাধান্য দান কর, কেননা সকল শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী একমাত্র তুমিই; আমীন, সুম্মা আমীন।'

(বিজ্ঞাপন: ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ)

১২৭ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৩, ২৪ ও ২৫ শে ডিসেম্বর ২০২২ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 15-22 Sep, 2022 Issue No. 37-38

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আর নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিব। হুযুর আনোয়ার বলেন, পরিবেষণ দূষণ হচ্ছে, কারণ প্রতিটি দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। যেমন- চীন, ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক প্রতিযোগিতা চলছে। এভাবে প্রতিটি দেশের নিজের স্বার্থ রয়েছে। তারা নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্ম সম্পর্কে চিন্তিত নয়। তাই তারা এ নিয়ে কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করছে না যে, কোনও দেশের কতটা পরিমাণ জ্বালানী দহন করার অনুমতি থাকা উচিত আর তা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অনুরূপভাবে আমাদের প্রতিটি দেশকে বিপুল সংখ্যক বৃক্ষ রোপনের কাজে উৎসাহিত করা এবং বাধ্য করা উচিত যাতে পরিবেশ দূষণের মাত্রা কম করা যায় আর এর দ্বারা আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের গতিতে লাগাম পরাতে সহায়তা পাব।

একজন খাদিম প্রশ্ন করে যে, আমি নিরন্তর নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দোয়া করি, কিন্তু আমি এর মাঝে কোনও উন্নতি অনুভব করতে পারছি ন। কিভাবে এ ক্ষেত্রে উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে হুযুর কি আমাকে দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এর চটজলদি পরিণাম পাবেন এমনটি আবশ্যক নয়। এক বুজুর্গ ব্যক্তি প্রতিদিন কোনও একটি বিষয়ের জন্য দোয়া করতেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাঁর নৈকট্যের এমনই সম্পর্ক ছিল যে প্রতিদিন তিনি আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে উত্তর পেতেন যে তোমার দোয়া কবুল হয় নি। একদিন তার এক শিষ্য সেখানে উপস্থিত ছিল। তার উপস্থিতিতে সেই বুজুর্গ দোয়া করছিলেন আর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সেই একই উত্তর এল আর সেই উত্তর শিষ্যটিও শুনে ফেলে। তখন সেই শিষ্য বলল, আল্লাহ তা'লা যখন বলছেন, তিনি আপনার দোয়া কবুল করবেন না, তবে আপনি কেন বার একই দোয়া করছেন? এই দোয়া করা ছেড়ে দিন। একথা শুনে সেই বুজুর্গ উত্তর দিলেন, আমি বিগত ত্রিশ বছর থেকে প্রতিদিন এই দোয়া করে আসছি। আর প্রতিদিন একই উত্তর শুনে আসছি। তবুও আমি এই দোয়া অব্যাহত রেখেছি। আর আল্লাহ্ তা'লা যতদিন পর্যন্ত তা গ্রহণ না করেন, আমি তা অব্যাহত রাখব।(আল্লাহকে) ছেড়ে আর আমি কোথায় যাব? এরপর তৎক্ষণাৎ একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল যা সেই শিষ্যটিও শুনল- 'বিগত ত্রিশ বছর থেকে তুমি যত দোয়া করেছ সব গৃহীত হয়েছে।' তাই তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। আপনি যদি আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দোয়া করছেন তবে এবিষয়টি ভালভাবে যাচাই করুন যে আপনি আল্লাহ্ তা'লার সমস্ত রবিধিনিষেধ মেনে চলছেন কি না।

তুমি রাতারাতি ওলী হয়ে উঠতে পারবে না। এটা নিরন্তর পরিশ্রমের দাবি রাখে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন- 'জাহাদু ফিনা' অর্থাৎ যারা আমাদের পথে সংগ্রাম করে, তাদেরকে আমি এক উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে থাকি। তাই তুমি এই কাজ অব্যাহত রাখ। একদিন তুমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই উত্তর পাবে যে, তিনি তোমার পদমর্যাদা উন্নীত করেছেন। আমাদের নিকট এর দ্বিতীয় কোনও পথ নেই। তুমি নিজের পরিশ্রম অব্যাহত রাখ, একদিন অবশ্যই সফল হবে। কখনও পরাজয় স্বীকার করো না।

এক খাদিম প্রশ্ন করে যে, আমাদেরকে যদি আহমদীয়াতের সত্যতার একটি স্পষ্ট প্রমাণ দিতে হয় তবে সেটি কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্ন যুক্তি রয়েছে। কেউ যদি আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাসী না হয়, তবে সর্বপ্রথম তার মধ্যে এই বিশ্বাস তৈরী করতে হবে যে আল্লাহ্র অস্তিত্ব রয়েছে। যদি কোনও মুসলমান হয়, মুসলিম পরিবার থেকে উঠে এসেছে এমন কোনও ব্যক্তি হয়, তবে তাকে অন্যভাবে প্রমাণ দিতে হবে। সেই যুগের জন্য আঁ হযরত (সা.) যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার মধ্যে থেকে যেগুলি পূর্ণ হয়েছে সেগুলি তার সামনে তুলে ধরতে হবে। কুরআন করীমেও এ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে যে, এক সময় ইমাম মাহদী আবির্ভূত হবেন। একজন খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীর জন্য আপনার উত্তর ভিন্ন হবে। তাকে বলতে হবে যে, যে মসীহর অপেক্ষা তারা করছে তিনি মুসলিম জাতির মধ্য থেকে আসবেন। তাই বিভিন্ন ধরণের প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু, আমরা বলতে পারি যে, আঁ হযরত (সা.) এক মহাজাগতিক নিদর্শনের কথা বলেছিলেন আর সেটি হল চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ। আর সেটি হবে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের সময়। আঁ হযরত (সা.) স্বয়ং এই নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। আর মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা এই নিদর্শনেরই অপেকা করছিলেন। এই নিদর্শনটি ১৮৯৪ সালে পূর্ব গোলার্ধে এবং ১৮৯৫ সালে পশ্চিম গোলার্ধে প্রকাশ পায়। আর (মসীহ ও মাহদী) হওয়ার দাবি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পূর্বাহ্নে করে রেখেছিলেন। এর থেকে জানা যায় যে, যে-ব্যক্তির আগমণের প্রতিশ্রুতি ছিল এবং যার আগমণের দরুণ একাধিক নিদর্শন বর্ণিত হয়েছিল এবং ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, যেগুলি আমরা কুরআন এবং আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে পেয়েছি, সেগুলির মধ্যে কিছু মহাজাগতিক নির্দশনও ছিল যা যথাসময়ে পূর্ণ হয়েছে। তাই এই নিদর্শন পূর্ণ হওয়া দেখার পরও যদি আপনি ঈমান না আনেন, তবে আপনি কাউকে ঈমান আনতে বাধ্য করতে পারেন না। এটি মানব সৃষ্ট কোনও নিদর্শন নয়। বরং অপার্থিব এক নিদর্শন যা পূর্ণ হয়েছে।

* একজন খাদিম প্রশ্ন করে যে, বর্তমান যুগে রাজনীতি এবং অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক শক্তিগুলি দ্বৈত্য নীতি অবলম্বন করছে। একজন আহমদী রাজনীতিক কিভাবে এই সংকটের মোকাবেলা করবে? আর আপনার মতে এমন কোন্ নীতি রয়েছে যা সমগ্র বিশ্বের পরিস্থিতির উন্নতি সাধনে অগ্রাধিকার হিসেবে অনুসৃত হওয়া দরকার?

হুযুর আনোয়ার বলেন: মূল কথা হল, সুবিচার এবং ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এর উপর প্রতিষ্ঠিত হই, আমরা সমাজে বা সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারব না। সুবিচার এবং ন্যায় নীতি সেটিই যেমনটি কুরআন বর্ণনা করেছে। অর্থাৎ যদি তোমাদের নিজের আত্মীয় স্বজনদের বিরুদ্ধেও কথা বলতে হয় এমনকি নিজের বিরুদ্ধেও সাক্ষী দিতে হয় তবু সত্য বল। এটিই ন্যায়নীতি। তাই আমরা যদি এই মানদণ্ড মেনে চলি তবে সমাজে শান্তির প্রসার ঘটতে পারে। তখন এটি সমাজ তথা সমগ্র বিশ্বে শান্তি শান্তি প্রসারিত হবে আর আমরা তখন বলতে পারব যে, সমগ্র বিশ্বে পারস্পরিক শান্তি, সৌহার্দ্য এবং ভালবাসার আশা করা যায়, নচেৎ নয়। একজন আহমদী হিসেবে আপনি যদি রাজনীতিতে আসেন তবে একজন স্বতন্ত্র রাজনীতিক হিসেবে সমাজে শান্তি, ন্যায়নীতি, ভালবাসা ও সহিষ্ণুতার স্বাধীনতাকে তুলে ধরুন। আপনার যদি মনে হয় যে কোনও রাজনৈতিক দলের অংশ হতে হবে আর সেই দলের ঘোষণাপত্র আপনাকে বাক-স্বাধীনতা না দেয়, ন্যায় নীতির পক্ষে সরব হওয়ার স্বাধীনতা না দেয় তবে সেই দল ছেড়ে দিন এবং একজন স্বাধীন রাজনীতিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করুন। আর এভাবে কিছু সময়ের মধ্যে আপনি নিজের দল তৈরী করতে পারেন অথবা অন্ততপক্ষে একজন স্বাধীন রাজনীতিক হিসেবে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে পারেন।

*একজন খাদিম প্রশ্ন করে যে, আমরা খুদ্দামদেরকে চাঁদার গুরুত্ব এবং উপপকারিতা সম্পর্কে কিভাবে বোঝাতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন, তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর। যদি আমাদের চাঁদা আল্লাহ্র পথে ব্যয় হয় তবে তা দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। তাদের মধ্যে এই চেতনা তৈরী করুন যে, যা কিছু চাঁদা তারা দিচ্ছে তা ইসলামের বাণীর প্রসারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে আর আমাদের জামাতের সমৃদ্ধি ও উন্নতির কাজে ব্যবহৃত হবে। একটি ছোট ক্লাবের ব্যবস্থাপনাও বিনা অর্থে পরিচালিত হতে পারে না। কিছু না কিছু অর্থ আপনাকে সংগ্রহ করতেই হয়। এই কারণে এখানেও আমাদেরকে অল্প হলেও অংশ গ্রহণ করা উচিত যাতে আমাদের ব্যবস্থাপনা সচল থাকে। আমরা বাজেট তৈরী করি আর যথারীতি বিস্তারিত বাজেট তৈরী হয়, কর্মসমিতির বৈঠকে সেটি নিয়ে আলোচনা হয়। জাতীয় বাজেট হলে তা জাতীয় কর্মসমিতি বৈঠকে আলোচনা করা হয়। অতঃপর শূরা (পরামর্শসভায়) তা নিয়ে আলোচনা হয়। অতঃপর তা আমাকে পাঠানো হয়। তখন আমিও দেখি যে কোনও অর্থ যেন অকারণ ব্যয় না হয়। এরপর দীর্ঘ আলোচনা এবং বিবেচনার পর বাজেটের অনুমোদন হয়। তাই চাঁদা দান করা উচিত।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir